* * সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আঁধার ঘরের আলো
কিষাণ
সর্বোৎকৃষ্ট
ফোন-২২-৩৫৮০
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

আনন্দবাজার পত্রিকা

'ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৪১ সংখ্যা

সোমবার, ৯ ফাল্গুন ১৩৭৭ (৩ ফাল্গুন ১৮৯২ শক) Monday, Feb. 22, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কাশ্মীরী শাল
মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এণ্ড সন্স
কলেজ স্ট্রীট জংসন
কলিকাতা

রবিবার সকালে হেমন্ত বসুর শবাধার নিয়ে শোকমিছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী স্ট্যাচুর সামনে এলে।
—নিজস্ব চিত্র

নির্বাচন হতেই হবে : দুই বাম জোট তাই চান

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নির্বাচন চাই-ই—পশ্চিমবঙ্গের দুটো প্রধান বামপন্থী জোট রবিবার প্রকাশ্যে এই দাবি তুলেছেন। শনিবার হেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুদূর জব্বলপুরে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন সুসম্পন্ন করতেই হবে।

রবিবার কলকাতায় একটা বড় সরকারী বৈঠকেও রাজ্যের সর্বশেষ নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রায় তিন শ' জেলা শাসক এবং রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন : হেমন্তকুমার বসুর মৃত্যুর পরও রাজ্যের কোনও অঞ্চল থেকে এখনও কোনও ব্যাপক ত্রাসের খবর পাওয়া যায়নি।

এই বৈঠকে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার শ্রীজ্যাকব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবনও উপস্থিত ছিলেন।

অন্যতম বামপন্থী নির্বাচনী ফ্রন্ট ইউ এল ডি এফের নেতারা এই দিন এক যুগ্ম বিবৃতিতে বলেছেন যে, নির্বাচন নির্দিষ্ট দিনে করতেই হবে। সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি, এস এস পি প্রভৃতি দলের নেতারা এই বিবৃতিতে সই করেছেন।

আর একটি বামপন্থী নির্বাচনী ফ্রন্ট ইউ এল এফের প্রধান দল সি পি এমের দলীয় মুখপত্রে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও এই দিন বলা হয়েছে : নির্বাচন ছাড়া বাংলার জনগণের বাঁচার আর দ্বিতীয় পথ নেই। নির্বাচন ছাড়া

৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য

শেষ নমস্কার : ওই দূরে মহাশ্মশানের পথে মহাযাত্রা।
—নিজস্বচিত্র

পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন হবে —প্রধানমন্ত্রী

হাজারিবাগ, ২১ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে দৃঢ়তার সংগে বলেন পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট তারিখে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'কঠোর ব্যবস্থা' অবলম্বন করবেন।

শ্রীমতী গান্ধী এখানে পৌঁছাবার পর বিমান ঘাটিতে সাংবাদিকদের সংগে কথা বলছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের উপর আক্রমণের এবং ভোটারদের আতঙ্কিত করে তোলার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন।

লোকসভায় মহাজোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে জনসাধারণই তা স্থির করবে'।
—পি টি আই

শিলিগুড়ি জেল থেকে ১৬ জন নকশালবন্দী পলাতক / ৫ জন ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি—আজ বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ শিলিগুড়ি স্পেশ্যাল জেল থেকে ১৬ জন বিচারাধীন নকশাল-বন্দী নাটকীয়ভাবে পালিয়ে যায়। জেলসূত্রে জানা যায়, পলাতক বন্দীরা অতর্কিতে জেলগেটের ওয়ারডারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চাবি কেড়ে নেয় এবং জেলের ফটক খুলে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। পলাতক বন্দীদের বাধা দিতে গেলে জেলার সহ তিনজন কারারক্ষী অল্পবিস্তর আহত হন। বন্দীরা উধাও হবার পর জেলে সোরগোল পড়ে যায়। পনেরো মিনিট ধরে সাইরেনে বিপদ সংকেত বাজানো হয়।

জেলসূত্রে আরও প্রকাশ, এই ঘটনার আগে বিচারাধীন বন্দীদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন তাদের সংগে দেখা করে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ওই নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

পুলিশ পরে জেলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে পাঁচজন

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

বেহালা পুলিশ ক্যাম্প থেকে ৯টি রাইফেল চুরি

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে এক দল যুবক বেহালা থানা এলাকায় বেহালা বিমান ক্ষেত্রের পুলিশ ক্যামপে ঢুকে কতকগুলি কারতুজসহ ৯টি রাইফেল

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

জনতার চোখের জলে জননেতার শেষ বিদায়

স্টাফ রিপোরটার

বিজয়া—শেষ বিদায়, বিসর্জন। হেমন্তকুমার বসুর মরদেহ রবিবার সন্ধ্যায় অমর কোন কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

লক্ষ লক্ষ মানুষ বোধ হয় এইভাবে সম্প্রতি আর কখনও 'বন্দে মাতরম্' বলেনি, বলেনি 'জয় হিন্দ'। ফাল্গুনের বসন্ত-সন্ধ্যায় হেমন্ত-গোধূলি এর আগে এমন করে কখনও নেমে আসেনি।

দীর্ঘ—দীর্ঘ শবযাত্রাপথ, শবযাত্রা আর শোভাযাত্রা সব একাকার। কোন বিজয়াদশমীর দিনেও কোন বিগ্রহ এইভাবে নাগরিক জনচিত্ত অলোড়িত করেনি, যেমন করেছিল এইদিন। মহাজাতি সদন থেকে মহাশ্মশান—কয় মাইলই বা? মাঝখানে শ্যামবাজার আর ময়দানে দুই নেতাজী মূর্তি এবং এলগিন রোডে নেতাজী-ভবন, সব পথ শেষে মিলে গেল।

যিনি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি মিশে গেছেন। যিনি অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, তিনি অনুভব করেছেন অলিন্দ বা জানালা পিছিয়ে সরে যাচ্ছে, এত জনস্রোত। এই মিছিল-নগরীতে এমন মিছিল শীঘ্র আর দেখা যায়নি। শেষ দর্শন, শেষ বারের মত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

আবালবৃদ্ধ নরনারী, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক কর্মী নেতা সাধারণ মানুষ সকলে উপস্থিত। ভবনশীর্ষ, বারান্দা অলিন্দ থেকে পুষ্প বর্ষণ করা হয়েছে। শবাধারবাহী গাড়ি থামিয়ে পুষ্প মাল্য স্তবক দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকে। হাতে গন্ধ পুষ্প ধূপ চন্দন

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আরো দুটি মালা

"ভোট নয় বুলেট চাই", শোক নয়, বদলা চাই"—লাল অক্ষরে এই দুই কথা লেখা দুটি মালা স্বর্গত জননেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর মরদেহে অর্পণ করা হয়েছে রবিবার দুপুরে। শোক-মিছিল মরদেহ নিয়ে উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিট ও বিধান সরণির সংযোগস্থলের কাছ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দু'টি দশ-বারো বছরের কিশোর দৌড়ে গিয়ে দুটি রজনীগন্ধার মালা মরদেহে দিতে চায়।

মরদেহবাহী লরির ওপর থেকে একজন মালা দু'টি ধরে নেন। তাতে ওই দুটি কথা। নিচে লেখা—সি পি আই এম এল।

মিছিলের পায়ে পায়ে

শেষ যেখানে, শুরুও আবার সেখানেই। আবার সেই শোক-মিছিল ফেরার পথে। কখনও মৌন, কখনও সরব। বুকে কালো ব্যাজ-আটা তরুণের মুখে কঠিন সংকল্প। একে রুখতে হবে, দেশের মাটি থেকে এ অভিশাপকে মুছে ফেলতে হবে। দরকার হলে রক্ত দিয়েই এ রক্তকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। এ প্রতিজ্ঞা কি শুধু একজনের। শত সহস্র তরুণ-তরুণী যাঁরা মিছিলে যোগ দিয়েছেন, আসা-যাওয়ার পথে দূরে থেকে কাছে থেকে দেখেছেন, সকলের।

শহরের এক প্রান্ত থেকে সে আর এক প্রান্ত। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী স্টাচ্যু থেকে কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশান। কিন্তু দেখতে দেখতেই যেন রাস্তাটা কমে এলো। অগুনতি মানুষ, ছেলেমেয়ে শিশু যুবা, বৃদ্ধ, সবাই সে মিছিলে। গোটা কলকাতাটাই যেন রাস্তায় নেমে পড়েছে।

শ্যামবাজারের মোড় থেকে কিন্তু শোক-মিছিলের শুরু নয়। ঘড়ির কাটা ধরে সকাল ন'টা পনেরোয় পরম শ্রদ্ধেয় হেমন্তদার শববাহী শকট মহাজাতি সদন থেকে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে উত্তরে চললো শ্যামপুকুরের দিকে। তেমন কথাই ছিল। নিয়ে আসা হ'ল দু'নম্বর শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাড়ির সামনে। আগে চার নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে। দাদা হরিদাস বসুর বাড়িতে। 'হেমন্তদা' বছরের পর বছর যেখানে সুখে দুঃখে কাটিয়েছেন। অনেক ফুল, অনেক মালা, অনেক অশ্রু ঝরলো নিষ্প্রাণ নিষ্পাপ সেই মহান 'মানুষটা'র উপর।

জনসমুদ্রের ভিড় ঠেলে শবযাত্রা শ্যামপুকুর রোড ধরে বিধান

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

আজ সারা বাংলায় হরতাল

স্টাফ রিপোরটার

জননেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং ক্ষোভ প্রকাশের জন্য আজ সোমবার বাংলা বন্‌ধ। আট পারটির জোট এই বন্‌ধের ডাক দিয়েছেন। আদি কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেসও এদিন ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্‌ধের কর্মসূচী নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস বন্‌ধের সংগে সংগে এ দিনটি শোক দিবস হিসাবেও পালন করবেন। পি এস পির পশ্চিমবঙ্গ শাখা বাংলার জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলা বন্‌ধের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ ও ধিক্কার জানাবার এবং এই রাজ্যে খুন ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে স্থায়ী দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ছয় পারটি জোটের সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটও হরতালের ডাক দিয়েছেন। জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি হরতাল পূর্ণ সমর্থন করে এটিকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ফরওয়ারড ব্লকের আবেদন

সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লক-এর বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক

২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আরও একজন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ রবিবার ভোরে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানা এলাকার নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের একটি বাড়ি থেকে আরও একজন যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিত কর্মী।

ওই ঘটনার ব্যাপারে শনিবারই পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছিল।

রবিবার ভোরে নীলমণি মিত্র স্ট্রিট থেকে যে যুবকটিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে সে তখন তার বাড়িতে ঘুমিয়েছিল। একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে সেখানে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে এদিন সন্ধ্যায় লালবাজারে গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

কেরলে সরকারী কর্মীদের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত

ত্রিবেন্দ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি—কেরলের সরকারী কর্মচারীদের বারদিনব্যাপী ধর্মঘট আজ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

কর্মচারীরা আগামীকাল কাজে যোগ দেবেন।

সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক শ্রী ভি ভি যোসেফ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি অচ্যুত মেননের সংগে আলোচনার পর আজ বিকালে এই ঘোষণা করেন।

মীমাংসার শর্ত হিসাবে কর্মচারীরা ১১ টাকা থেকে ১৭ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাবেন। ১৯৭১ সনের ১ জানুয়ারি থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

নেতাজী ভবনের সামনে : হেমন্ত বসুর মরদেহে মালা দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কান্নায় ভেঙে পড়েন।
—নিজস্ব-চিত্র

চারজন নিহত, বোমা উদ্ধার, গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় চারজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে মেদিনীপুরের একজন স্কুল-শিক্ষক এবং দুর্গাপুরের একজন শ্রমিক আছেন। এছাড়া শনিবার সন্ধ্যায় তারকেশ্বরে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মচারী ছুরিকাঘাতে আহত হন বলেও খবর পাওয়া যায়। এছাড়া কলকতা পুলিশ এদিন নানা জায়গায় তল্লাসী চালিয়ে বহু বোমা উদ্ধার করে।

মেদিনীপুরে নিহত শিক্ষকের নাম শ্রীসমরেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক এবং সুতাহাটা লাবণ্যপ্রভা বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। শুক্রবার রাত্রে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. - ANANDABAZAR, Cal.
Phone - 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.০০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকা

উচ্চতর শ্রেণীতে কলা এবং বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পড়াইতে সক্ষম কতিপয় শিক্ষক প্রয়োজন। অবিলম্বে সম্পাদক পানশিউলী উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ নূতনডাংগা, বর্ধমান, আবেদন করুন। (সি ৮৮৪৭)

মধ্য কলিকাতার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞানে ট্রেন্ড অভিজ্ঞ শিক্ষিকা প্রয়োজন। ১লা মার্চের মধ্যে আবেদন করুন। বক্স নং ১৮৫৩, আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্তবংশীয়া, স্কুলে পাঠরতা মুখার্জী ও চ্যাটার্জী পাত্রীদ্বয়ের জন্য পঃ বঃ বুনিয়াদী ঘরের সু-পাত্র চাই।। বক্স নং ১৮০০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৮৯৪১)

পাত্রী চাই

লেডি ডাক্তার, সুন্দরী চাই। পাত্র ২৭; এম বি বি এস, কেঃ সঃ ১.৮২ মিঃ (৬')। কায়স্থ। বেঙ্গল মেডিকেল হোম, রেলওয়ে মার্কেট, বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ। (১৮৭৫)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

বহুবাজার হইতে ব্রাবোর্ন রোডের মধ্যে ২০।২।৭১ তাং সার্টিফিকেটের বান্ডিল হারাইয়াছে। সন্ধানপ্রার্থী অশোকশংকর রায়, ১৪ নটবর দত্ত রো, কলি-১২, ৩৫-০৮০২৷ (সি ৯১০৯)

লোকনাথ দাস, বয়স ৩, ফর্সা, উচ্চতা ৩ই, কপালে একটি কাটা দাগ আছে, পরনে প্যান্ট ও বুশ শার্ট, ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিখোঁজ। সন্ধানপ্রার্থী রামদাস, মিলিটারী ডেন্টাল সেন্টার, ব্যারাকপুর। (সি ৯০৬৩)

গৌতম সেনগুপ্ত (খোকন) বয়স ৭, শ্যামবর্ণ, পরনে ইজার ও মণিপুরী কোট, ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিখোঁজ। সন্ধানপ্রার্থী—নির্মল সেনগুপ্ত, ২০নং ভানরি লেন, বেলঘরিয়া। (সি ৯০৬১)

ব্যক্তিগত

আমি আমার শিষ্য ও মহানুগামীদের জানাইতেছি যে, মায়ের উৎসব আগামী ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫শে ফেব্রুঃ) বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হইবে। সকলের উপস্থিতি কাম্য। মাতৃসেবক দিবাকর গোস্বামী। ২২/২৮, নিতাইচরণ দত্ত লেন, হাওড়া। (সি ৮৯৪৯)

শ্রীমান প্রদীপ ও মলয়ার শুভ পরিণয় উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারী যে প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা 'বাংলা বনধ'-এর জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম। বিনীত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার। পূর্ণ কুটীর, ৬/৩এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯, ৪৬-০৫৮৬। (১৮৯০)

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

হাইড্রলিক প্রেস ৬০ টন; পাওয়ার প্রেস ৩০ টন; বেকালাইট মোলডিং প্রেস ১২ই টন; হিরোজ লেদ ৬'-৬"; ড্রিল ৭/৮" ক্যাপাসিটি, বিক্রয়। সরোজবাবু, ফোনঃ ৩৫-৮৭১৬, ২৪-৩৭০৪ (ছুটির দিন ব্যতীত) ২টা হইতে ৪টায়। (সি ৯০৫৫)

নাম-ঠিকানা পরিবর্তন

আমি মধুসূদন বিশ্বাস ১৪।১।৭১ তাং ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার পুত্র ও কন্যা তাপসকুমার ও চন্দনার পদবী গুপ্ত স্থলে বিশ্বাস করিলাম। (সি ৯০৭৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

পূর্বে ইস্যু করা সাময়িক মার্কশীট ফেরত পাইবার পর প্রার্থিগণকে ১৯৭০ সালের বি ই ফাইনাল সেকশন 'বি' পরীক্ষার চূড়ান্ত মার্কশীট পাঠান হইবে।

কে এম দাশ
কণ্ট্রোলার অফ একজামিনেশনস

তারিখ
১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ (১৮৫৫)

টেন্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, কংসাবতী ক্যানালস ডিভিসন-২, পোঃ অঃ খাতরা, জেলা বাঁকুড়া, নিম্নলিখিত কাজের জন্য কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার, সি পি ডব্লিউ ডি-এর এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রেজিস্টারীভুক্ত, ডি ভি সি বা কংসাবতীর ন্যায় বড় ধরনের প্রকল্পে কর্মনিরত প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেন্ডার (প্রতি কাজের জন্য পৃথক পৃথক-ভাবে) আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, যথাক্রমে এইরূপঃ—(১) কংসাবতী স্যাডল স্পিলওয়ের চেন ১১.০০ হইতে চেন ৩০.০০ পর্যন্ত তেল চ্যানেল প্রশস্তকরণ; ৮,১৭,৪২০, টাকা, ১৬,৩৫০, টাকা। (২) —ঐ— —ঐ— চেন ৩০.০০ হইতে চেন ৪৩.৫০ পর্যন্ত, —ঐ— —ঐ—; ৭,৫০,২১৪, টাকা; ১৫,০১০, টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—পনেরো মাস। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া এবং ৭ টাকা (প্রতি প্রস্থ বাবদ) আদায় দিলে উক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিবরণী দেখা যাইবে এবং ক্রয় করা যাইবে। ৪ঠা মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। উক্ত তারিখে কোনো টেন্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।

৭২৪(৬)আইপিআর/এ/৭১ (১৭৪৬)

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

সফলকাম টেন্ডারদাতার প্রস্তাব গ্রাহ্য করার তারিখ হইতে তিন বৎসর সময় কালের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বেলগাছিয়া ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড হইতে মিশ্রসার তোলার জন্য "মিশ্রসার বিক্রয়ের নিমিত্ত টেন্ডার" কথাগুলি উপরিলিখিত সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা ২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত এই মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার কর্তৃক গৃহীত হইবে। যে মিশ্রসার তুলিতে হইবে উহার প্রত্যেক টনের জন্য দর দিতে হইবে। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই এক বৎসরে অন্ততঃ ৮০০ টন মিশ্রসার তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রতি দফার জন্য মূল্য অগ্রিম আদায় দেওয়া সাপেক্ষে মিশ্রসার তুলিতে দেওয়া হইবে। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে নগদে ৫০০ টাকার জামীন জমা রাখিতে হইবে। এতদসম্পর্কে অন্যান্য বিশদ বিবরণ এই মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসারের নিকট পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ জি সি ভট্টাচার্য
একজিকিউটিভ অফিসার
মিউনিসিপ্যাল অফিস
হাওড়া
২০ ফেব্রুয়ারি, '৭১, (১৮৭৬)

টেন্ডার

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, লখনউ

নিম্নলিখিত দ্রব্যাবলীর জন্য ডিরেক্টর ইন-চার্জ, নর্দার্ণ রিজিওন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ৩ গোখেল মার্গ, লখনউ কর্তৃক এইগুলির কারবারী প্রখ্যাত ফার্মসমূহের নিকট হইতে ২৭-২-৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে: (১) পেট্রোম্যাক্স, (২) স্টীলের ক্যাম্প টেবিল, (৩) হ্যাভারস্যাক, (৪) ওয়াটার-বটল্, (৫) ওয়াটার ড্রাম, (৬) ওয়াটার বাকেট, (৭) পোর্টফোলিও ব্যাগ, (৮) ল্যান্টার্ণ। ব্যয় বরাদ্দঃ ৯,২৪০ টাকা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, ক্যাশ সেকশন, নর্দার্ণ রিজিওন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ৩ গোখেল মার্গ, লখনউ'এর নিকট সমস্ত কাজের দিন অফিস চলাকালে ৫ টাকা মূল্যে শর্তাবলী সম্বলিত টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বাহিরের টেন্ডারদাতাগণ মনিঅর্ডারযোগে ৫ টাকা পাঠাইয়া ক্যাশিয়ারের নিকট টেন্ডার ফরম পাইতে পারেন। বায়না হিসাবে ৪৬২ টাকা জমা দেওয়ার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হইতে প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সংগে অবশ্যই থাকা চাই। এই টাকা "অ্যাকাউন্ট ৩২ মিসে, সোশাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গ্যানিজেশন মিসে, রিসিট" খাতে জমা দিতে হইবে।

ডি এ ভি পি ৬০৬(৭০)/৭০ (১৮০৯)

সংশোধনী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

টেন্ডার নোটিস নং পি-৯/৭১

গত ৩০-১-৭১ তারিখে প্রকাশিত উক্ত বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ২৫-২-৭১ তারিখের পরিবর্তে ২৩-২-৭১ তারিখ পড়িতে হইবে। (১৮৫২)

নোটিস

হরবনসলাল মালহোত্রা এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২, নিউ সি আই টি রোড
কলিকাতা-১২

বিজ্ঞপ্তি

৩০।১।৭১ তারিখে আমাদের বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর পরিচালকমণ্ডলী শ্রমিক-কর্মিগণকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে তাঁহারা শ্রমিককর্মিগণের নিকট হইতে যে সাড়া পাইয়াছেন তাহা অতি সামান্য। সুতরাং পরিচালকমণ্ডলী শ্রমিককর্মিগণকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন এই তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ও সঠিক ঠিকানা কোম্পানীকে পাঠাইয়া দেন।

তাঁহারা কারখানা বন্ধের দরুন ক্ষতিপূরণ আইনমুতাবেক প্রাপ্য অর্থ চেক মারফত অথবা মনিঅর্ডার মারফত, যাহাই হউক না কেন, পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা কোম্পানীর শ্রমিককর্মিগণ যদি এরূপ না করেন তাহা হইলে কোম্পানীর নথিপত্রে লিখিত ও শেষ পর্যন্ত জ্ঞাত ঠিকানায় পাওনা টাকা পাঠাইবার জন্য কোম্পানীর অধিকার থাকিবে এবং ইহাই সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। ইহার পর পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে আর কোন দায় দায়িত্ব থাকিবে না।

যেহেতু পরিচালকমণ্ডলী কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই সে জন্য তাঁহারা শ্রমিককর্মিগণের প্রাপ্য টাকা দিবার জন্য হিসাব করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং পরিচালকমণ্ডলী সমস্ত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মিগণকে এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

তাং—১৯।২।৭১

হরবনসলাল মালহোত্রা এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে
(সি ৯০৬৮)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্তগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা প্রতিটির পার্শ্বে লিখিত তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিপার অফ রেকর্ডসের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে প্রতি টেন্ডার দুই প্রস্থে খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "............জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের নাম	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সমেত স্পেসিফিকেশনের দাম	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। ১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত এক বৎসর সময়কালের জন্য অ্যাশ-ফ্যালটাম সরবরাহ ও ডেলিভারি	১৫ লক্ষ টাকা (আনুমানিক)	১,০০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৫০, টাকা	১১-৩-৭১
২। ১৯৭১ - ১৯৭২ বৎসরের জন্য অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ ও ডেলিভারি	৬ লক্ষ টাকা (আনুমানিক)	৫০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৫০, টাকা	১১-৩-৭১

এল এস

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২০।২।৭১
(১৮৭৩)

বেতার বার্তা

সোমবার—২২ ফেবরুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বলাই রক্ষিত—গীটার (শিলিগুড়ি বন্দেমাতরম্; সংগীত); ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পারিচিত (বাং ও ইং); ৭-১৫ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্যামাসংগীত; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ স্নিগ্ধা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়—লোকগীতি (শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ); ৮-১৫ নির্মলা মিশ্র—রাগপ্রধান (শিলিগুড়ি : ইং সং); ৮-৩০ কেয়া চৌধুরী—আলাপ ও ধ্রুপদ (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি); ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত, রেঃ; ৯-১৫ আধুনিক রেঃ; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা কল্পনা মুখোঃ—খেয়াল; ১০-৩০ রবি সেন—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**— ১২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত রেঃ, সং (শিলিগুড়ি : ১২টা—১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত নেপালী অনুষ্ঠান) ১টা আহমেদ রঝা—বিচিত্রবীণা; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ (শিলিগুড়ি : সংগীত রেঃ); ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী), (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি): ২-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত; ২-৫০ বলাই রক্ষিত—গীটার; ৩টা অনুরোধের আসর রেঃ: ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা শোভা মল্লিক—সেতার; ৫-৩০ জানকীকুমার দত্ত—রাগপ্রধান (শিলিগুড়ি ও আগরতলা : সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান); ৫-৪৫ গীতারাণী বসু—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুর-মণ্ডলী—আজকের কথা : শিলিগুড়ি ও আগরতলা : কলিকাতা খ-এর অনুরূপ) ৬-৩০ দিলীপ রায়—লোকগীতি; ৬-৪০ কথকতা : শিবমাহাত্ম্য, স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা; ৬-৫০ প্রতিমা রায়চৌধুরী—ভক্তিমূলক গান; ৭টা কৃষিকথা, সং (আগরতলা : কৃষিজগৎ) ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সং (বাংলা); ৮টা দেশবন্ধু নেতৃত্বে : বাংলা কথিকা; ৮-১৫ মঞ্জু বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ স্নিগ্ধা ঘোষ—নজরুলগীতি; ৮-৪৫ কেয়া চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত (আগরতলা ও শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ); ৯টা রবি সেন—সেতার (শিলিগুড়ি ও আগরতলা : ইং সংবাদ); ৯-৩০ বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান (শিলিগুড়ি : নেপালী অনুষ্ঠান) ১০টা সংবাদ পরিক্রমা (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি); ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ মঞ্জু বন্দ্যোঃ—লোকগীতি; ১০-৩০ রামকুমার চট্টোঃ—রাগপ্রধান (আগরতলা : সমাপ্তি); ১০-৪৫ নির্মলা মিশ্র—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ ১ম অধিঃ—সময় সংকেত ৬টা বন্দেমাতরম্, আলোর গান; ৬-০৫ দিনের আলোয় : লেখা পাঠ—বনদুলাল বন্দ্যোঃ; ৬-১০ রাগরঙ; ৬-৩০ যুববাণী; ৬-৩৫ সুরের আলো; ৬-৪০ নানারঙের গান; ৭টা যুবসংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ; ৭-১০ গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সত্তর দশকের চোখে; ৭-২৫ দিগন্তের গান; ৭-৩৫ সুরলহরী, উৎপলা ঘোষ—গীটার; ৭-৪০ কজ চাই : বাংলা কথিকা; ৭-৪৫ শহরের ঝলক; ৮টা হিন্দী সংবাদ, সং; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা পাশ্চাত্য সংগীত রেঃ, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত রেঃ; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠো সুর; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ; ৫-৩০ যুবসংবাদ; ৫-৩৫ দেউল; ৫-৪৫ সুরধ্বনি; ৫-৫০ কবির সুরে গান; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত রেঃ; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা; ৬-৫০ রাগরঙ; ৭টা আমাদের নাটক; ৭-৩০ গানের বৈঠক; ৮টা মৃণাল গঙ্গোঃ—আধুনিক; ৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলা); ৮-২৫ হীরাবাঈ বরোদেকর—খেয়াল, রেঃ; ৮-৩০ চন্দ্রিমা রায়—সরোদ; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ ইংরেজী কথিকা; ৯-৪৫ আজিম লেউইস—পিয়ানো; ১০-১৫ পাশ্চাত্য সংগীত রেঃ, সং; ১০-৩৫ কেয়া চৌধুরী—ধ্রুপদ ও ধামার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা হইতে ১১-১০ মিঃ

কলকাতা ঘ কেবলমাত্র, সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা।

দিনপঞ্জিকা

আজ দ্বাদশী

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (৩ ফাল্গুন ১৮৯২ শক), ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ২৫ জেলহজ্জ। দ্বাদশী রাত্রি ঘঃ ১।৮ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১২।৪৬ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।৭।৫৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩২।৪৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগদোষ। মুখ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার ৯ ফাল্গুন ১৩৭৭ (৩ ফাল্গুন ১৮৯২ শক), ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, ২৫ জেলহজ্জ। দ্বাদশী রাত্রি ঘঃ ৯।৫৪।৪৫ সেঃ পর্যন্ত। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।২১।৪৩ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।৯।৪৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩১।৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগ দোষ। রাণী রাসমনির তিরোভাব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে মহোৎসব। মুখ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
সোমবার	৭-২৭	৭-৪৫	১১-৫৩	১১-৪৮

আজ সারা বাংলায় হরতাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রীঅশোক ঘোষ সংযত ও শান্তিপূর্ণভাবে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালনের আবেদন জানান। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শহীদ স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও ভেকধারী' বামপন্থী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও তীব্র করতে বলেন।

শ্রীঘোষ ফরওয়ারড ব্লক পার্টি কর্মীদের এই মর্মে নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন তিন দিন যাবত পার্টি কার্যালয়গুলিতে পার্টি পতাকা অর্ধনমিত করে প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

এদিন ট্রাম-বাস-লোকাল ট্রেন এবং অন্যান্য যানবাহন কিছুই চলবে না। পরলোকগত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাজ্য সরকার সরকারী অফিস সমূহে ছুটি ঘোষণা করেছেন। শ্রীবসুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কলকাতা করপোরেশন-এর জরুরী বিভাগগুলি বাদে তাদের অফিস, স্কুল ও ওয়ারকশপ বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বনধের জন্য ব্যাংক এবং বেসরকারী ও সওদাগরি প্রতিষ্ঠানসমূহও বন্ধ থাকবে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানান, দূরপাল্লার ট্রেনগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন স্টেশনে থামবে এবং সে-সব স্টেশন থেকে ছাড়বে। রাজধানী একস্‌প্রেস সোমবারের বদলে মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন ছাড়বে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আপ-ডাউন ভেসটিবিউল একস্‌প্রেস ধানবাদ স্টেশনে থামবে এবং ধানবাদ থেকে ছাড়বে।

সকাল ৬টা থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলও বন্ধ থাকবে।

দমকল, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, টেলিফোন, সংবাদপত্র, হাসপাতাল, দুধ সরবরাহ, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ডাক্তার ও ওষুধের দোকান প্রভৃতি বন্ধের আওতায় পড়বে না।

১২ জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জানানো হয় সোমবার সারা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ও কর্মী এবং শিক্ষক ২৪ ঘণ্টার জন্য সাধারণ হরতাল পালন করবেন।

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রস্তাবিত বাংলা বনধের দরুন সোমবার ওই রেলে কোন সুবারবন ট্রেন চালানো হবে না। দূর-পাল্লার ট্রেনগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উপযুক্ত স্টেশনে রাখা হবে।

যে ৮২ ডাউন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভেসটিবিউল ট্রেনটির সোমবার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর কথা সেটি ধানবাদে থামবে। ৮১ আপ একসপ্রেস মঙ্গলবার ধানবাদ স্টেশন ছাড়বে। ৬৭ আপ হাওড়া-বোমবে বাইউইকলি জনতা একস্‌প্রেস সোমবার হাওড়ার বদলে মধুপুর থেকে ছাড়বে।

পূর্ব রেলের সমস্ত অফিস বন্ধ

পরলোকগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পূর্ব রেলওয়ের সকল অফিস সোমবার বন্ধ থাকবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, সোমবার বাংলা বনধের দরুন হাওড়া-খড়গপুর শাখায় সব সুবারবন ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে। ডাউন পুরী-হাওড়া একস্‌প্রেস, ডাউন রাঁচি হাওড়া একস্‌প্রেস এবং ডাউন রাউড়কেল্লা হাওড়া একস্‌প্রেস (যা রবিবার ছাড়ার কথা ছিল) তা বাতিল করা হয়েছে। ৩ আপ হাওড়া-মাদ্রাজ মেন বালেশ্বর থেকে, ৪৫ আপ হাওড়া-হায়দ্রাবাদ একস্‌প্রেস ভদ্রক থেকে এবং ২ আপ হাওড়া-বোমবাই মেল ও ৩০ আপ হাওড়া-বোমবাই একস্‌প্রেস টাটানগর থেকে ছাড়বে, ৪ ডাউন মাদ্রাজ-হাওড়া মেল, ১ ডাউন বোমবাই-হাওড়া এবং ২৯ ডাউন বোমবাই-হাওড়া একস্‌প্রেস যথাক্রমে খড়গপুর ও টাটানগরে নিয়ন্ত্রিত হবে। ৩০১-৩০২ হাওড়া-টাটানগর একস্‌প্রেস বাতিল করা হয়েছে।

৮ আপ হাওড়া-পুরী একস্‌প্রেস, ৮৩ আপ হাওড়া-রাঁচী একস্‌প্রেস, ৩২৩ আপ হাওড়া-রাউড়কেল্লা একস্‌প্রেস (যা সোমবার ছাড়ার কথা ছিল), বাতিল করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সব অফিস বন্ধ থাকবে। তবে এটা কারখানার কর্মীদের ক্ষেত্রে সবেতন ছুটি হবে না।

বিমান চলাচল বাতিল

২৪ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইনডিয়ান এয়ার লাইনস তাদের সোমবারের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করে দিয়েছেন।

এদিন কলকাতা থেকে এদের কোন বিমান ছাড়বে না। এবং কোনও বিমান কলকাতায় আসবেও না।

তবে মঙ্গলবার থেকে আবার যথারীতি বিমান চলাচল করবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

প্রতিদিন ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের ২৩টি বিমান কলকাতায় আসে। এবং ২৩টি বিমান কলকাতা ছেড়ে যায়।

তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা 'বনধ' শুরু হওয়ার অনেক আগেই সোমবারের নির্দিষ্ট ফ্লাইটের যাত্রীদের দমদম বিমান বন্দরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।

বাইরে থেকে যে সব বিমান যাত্রী এদিন দমদমে আসবেন, বনধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ওখানে অপেক্ষা করতে হবে।

বিশেষ পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা

বনধ-এর দিন শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাজ্য পুলিশ সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে বলে রাজ্য পুলিশ প্রধান শ্রী পি কে বসু জানান।

তিনি আরও জানান যে, জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র এবং জল সরবাহ কেন্দ্রগুলিতে রবিবার হাত থেকেই পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং সোস্যালিস্ট পারটি সোমবার 'বাংলা বনধ' সার্থক করে তোলার জন্য আবেদন জানান।

আই এন টি ইউ সির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি শ্রীকালী মুখার্জি স্বর্গত জননেতা হেমন্ত বসুর হত্যার প্রতিবাদে এদিন বাংলা বনধ-এর আবেদন জানিয়েছেন। ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীনরেন সেনও অনুরূপ আবেদন জানান।

সিটুর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন রায় এবং ইউ টি ইউ সির (বহুবাজার স্ট্রীট) পক্ষ থেকে শ্রীনীহার দাস সোমবার ধর্মঘট পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের উদ্দেশে আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ওই বনধ পালনের জন্য জনগণের উদ্দেশে আবেদন জানান হয়।

দলের সদর কার্যালয় এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে দলীয় অফিসে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং স্টেট গবরণমেনট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও ওই হরতাল সফল করার জন্য আবেদন জানানো হয়।

অনশনের মাধ্যমে শোক প্রকাশের প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস (মহাজাতি সদন) আহ্বায়ক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী এক বিবৃতিতে মহান নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যার প্রতিবাদে যে বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সকল যুব কংগ্রেস কর্মীকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জল গ্রহণ না করে তাদের শোক ও প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ও ছাত্র পরিষদের সকল কর্মীকে সোমবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনাহারে থেকে শোক দিবস পালনের জন্য অনুরোধ জানান।

উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিল

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দফতর থেকে এক সূত্রে বলা হয়েছে, বাংলা বনধ-এর জন্য আসাম থেকে দেশের অন্যান্য স্থানের সংগে যোগাযোগকারী যে সমস্ত ট্রেনের উত্তরবঙ্গ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তা বাতিল করা হয়েছে। সংবাদটি পি টি আই-এর।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ কর্মীদের যাতায়াত ব্যবস্থা

২২-২-৭১ তারিখের জন্য

(১) **দমদম জংশন : সকাল ৭টায় ছাড়বে :** দমদম জংশন—গোরাবাজার বাস স্টপ — যশোর রোড—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়; ৯টা—মানিকতলা—সি আই টি বিল্ডিংস—বা গ মা রী; (৯-১০)—ফুলবাগান—নারকেলডাংগা—শিয়ালদহ; (৯-২৫)—বহুবাজার—অফিস।

(২) **শিবপুর ট্রামডিপো : সকাল** ৭টায় ছাড়বে : হাওড়া ময়দান (৮-১৫)—হাওড়া স্টেশন (৮-২০)—অফিস।

(৩) **বেহালা ট্রামডিপো : সকাল** ৯টায় ছাড়বে : বেহালা ট্রামডিপো—মোমিনপুর (৯-২০) খিদিরপুর জং (৯-২৫)—অফিস।

(৪) **সকাল ৮টায় ছাড়বে :** বাগবাজার—বেলগাছিয়া ট্রামডিপো (৮-৩০)—রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট—শিয়ালদহ (৯টা)। মৌলালি-সি আই টি রোড (এনটালি) ধর্মতলা দিয়ে অফিস।

(৫) **রানীকুঠি (টালিগঞ্জ) : সকাল** ৮টায় ছাড়বে : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (৮-২০) (গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ স্টেশন হয়ে)—রাসবিহারী এভিনু—অফিস।

(৬) **শিবপুর ট্রামডিপো : সকাল** ৯টায় ছাড়বে : কদমতলা রোড, হাওড়া ময়দান—হাওড়া স্টেশন (৯-৩০)—অফিস।

(৭) **সকাল ১০টায় ছাড়বে :** গড়িয়াহাট হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—বালিগঞ্জ স্টেশন (১০-২০)—রাসবিহারী এভিনু—আশুতোষ মুখারজি রোড হয়ে অফিস।

(৮) **শ্যামবাজার : সকাল ১০টায় ছাড়বে :** সারকুলার রোড—শিয়ালদহ (১০-২০) হয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট—গ্রে স্ট্রীট জংশন দিয়ে অফিস।

(৯) **সিঁথির মোড় : সকাল ৭টায়** ছাড়বে এবং ২॥টায় ছাড়বে : ডানলপ ব্রিজ—শ্যামবাজার আপার সারকুলার রোড—মানিকতলা—বাগমারী—সি আই টি বিলডিংস—মানিকতলা—বিবেকানন্দ রোড—শিয়ালদহ।

(১০) **শিয়ালদহ স্টেশন : সকাল** ১১॥টায় ছাড়বে : বহুবাজার হয়ে অফিস।

(১১) **দমদম জংশন : বিকাল** ২টায় ছাড়বে : দমদম জংশন—সিঁথি—শ্যামবাজার — কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট — কলেজ স্ট্রীট হয়ে অফিস।

(১২) **অফিস থেকে বিকাল ১॥টায় ছাড়বে :** মৌলালি—সি আই টি রোড—পারক সারকাস ময়দান (২টা)—বালিগঞ্জ স্টেশন (২-২০)—রাসবিহারী এভিনু—আশুতোষ মুখারজি রোড—অফিস।

(১৩) **শিবপুর ট্রামডিপো : বিকাল** ২টায় ছাড়বে : হাওড়া স্টেশন হয়ে অফিস।

শিল্পসংস্থায় ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারদের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীনানাবতী

বিভিন্ন শিল্পসংস্থার শিল্প-কারিগর আর ইনজিনিয়ারস ইনস্টিটুশনের ইনজিনিয়ারিং-এর পরিচালন ভূমিকা নিয়ে শনিবার কলকাতায় এক আলোচনা প্রসংগে ইনডাসট্রিয়াল সভাবৃন্দের কাছে টাটা স্টীলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এস কে নানাবতী বলেন : সংস্থা পরিচালন ব্যাপারে ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং-এর গুরুত্বপূর্ণ আর যোগ্য ভূমিকার ফলেই উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত লোকজন, মালপত্তর, যন্ত্রপাতি—সব দিকেই উদ্দেশ্যমূলক নজর দিতে হবে। ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং-এর প্রয়োগক্ষেত্র সুবিস্তৃত—যেমন জিনিসপত্রের ব্যবস্থাপনা, শ্রম নিয়ন্ত্রণ, পদ্ধতি-সমীক্ষা, মূলধনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

দু' দশক আগে যা ছিল, ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং বিদ্যা, আজকে যে আর তা নেই, একথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত নানবতী বলেন, এই বিদ্যার বিভিন্ন প্রচলিত প্রয়োগক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করা হয়েছে। তার জন্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই, পরিচালনগত সমস্যার সমাধানে বহু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতির এতো দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তা নিজেই 'অপারেশন রিসারচ পদ্ধতি' নামে একটি বিশিষ্ট ও জটিল বিজ্ঞান হয়ে উঠছে।

আমাদের সমস্ত ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারদেরই এই নতুন বিজ্ঞানের সংগে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে শ্রীনানবতী মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ, জটিল পরিকল্পনা, সুলভ উৎপাদন, হাতে-পাওয়া কাঁচামালের যথাসম্ভব ব্যবহার, যেসব জায়গায় উৎপন্নদ্রব্যের শেষ পর্যায়ের কাজ হয় সেখানে অর্ধসমাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া, ক্রয়নীতি ইত্যাদি পরিচালন বিভাগের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এইসব পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এইসব পদ্ধতির লক্ষ্য হলের পুরনো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে আধুনিক উন্নত গণিত এবং কমপিউটারের সাহায্যে এইসব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা—যা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব।

ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীনানাবতী বলেন, তাঁর কাজ স্পষ্টতই দ্বিবিধঃ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁর কর্তব্য হলো, কাজের পদ্ধতি স্থির করা, লোকবলের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিকল্পনা গ্রহণ। উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, উৎপাদনের প্রণালী, কাজের পদ্ধতি এবং উন্নততর প্রয়োগ শৈলীর উদ্ভাবন—যাতে করে শিল্প সংস্থার সকল স্তরেই উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শ্রীনানাবতী বলেন, বৃহৎ শিল্পসংস্থায় ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারকে তাঁর নিজের ভূমিকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং-এর সংজ্ঞা অনুসারে তাঁকে যেমন একদিকে পরিচালন বিভাগকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে সংস্থার মধ্যে অন্যান্য বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনও করতে হবে। অর্থাৎ, তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে এমন একটি দলগত সমন্বয়ের ভাব তৈরি করতে হবে, যাতে পরিচালন বিভাগ দ্রুত, নির্দিষ্ট ও লাভজনক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

পরিশেষে, সিনিয়র ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারদের উদ্দেশে শ্রীনানাবতী বলেন, এই পেশায় যেসব তরুণ আসছেন, তাঁরা যেন তাঁদের নিজ নিজ শিল্প সংস্থায় নিজেদের কাজ ও স্থান কোথায়, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন।

সিমেন্স ইনডিয়া লিঃ-এর আয় বেড়েছে

সিমেন্স ইনডিয়া লিমিটেডের পরিচালকবর্গ গত ১৯৭০ সালের ৩০ সেপটেমবর পর্যন্ত শতকরা আট ভাগ ইকুইটি ডিভিডেনড দেবার প্রস্তাব রেখেছেন। ১৯৭১ সালে মারচ মাসে কোমপানির প্রস্তাবিত ইকুইটি ও ডিবেনচার ঘোষণার পূর্বাহ্নে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোমপানির মোট আয় ২০.৩১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৫.০৩ কোটি টাকা হয়েছে। মোট লাভের পরিমাণ ২.২১ কোটি টাকা—আগের বছর ছিল ৭৬ লক্ষ টাকা—আগের টাকা থেকে ঘাটতিপড়তি বাবদ ৯৪ লক্ষ (৬১ লক্ষ), ডেভেলপমেনট রিবেট রিজারভ-এ ৩৬ লক্ষ টাকা, সম্ভাব্য ঋণ শোধের জন্য ৬.৬ লক্ষ আলাদা করে রেখে এই হিসাব তৈরি করা হয়েছে। নীট লাভ হয়েছে ৮৯ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী হিসাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২.৩২ লক্ষ টাকা আলাদা করে রেখে বাকি ৭৬.৬৮ লক্ষ টাকা সাধারণ সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়েছে। এর থেকে কর বাবদ দেয় অর্থ বাদে ৯.৬০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

এ বছরে কোমপানির পরিচালকবর্গ আরো বেশি মুনাফা আশা করছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকলে আমানতের ওপর ভালো লভ্যাংশ শেয়ারহোলডারগণ আশা করতে পারেন॥

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প

পঃ বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদকে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

দিল্লি অফিস

২১ ফেবরুয়ারি—পশ্চিম বাংলার পাঁচটি প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। ঐ পাঁচটি প্রকল্প অনুযায়ী ১১৭২টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ৫১০৯টি বিদ্যুৎচালিত পামপ এবং ১১৪৪৩টি গ্রামীণ শিল্প সংস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হবে। ২৪ পরগণা, হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলার বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চল ঐসব প্রকল্পের মধ্যে পড়ছে। এ ছাড়া বাসগৃহ এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিতেও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হবে।

পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে বর্ধমান, মুরশিদাবাদ, ২৪ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার বিবেচনাধীন।

আদি কংগ্রেস ফারনানডেজকে সমর্থন করবে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেবরুয়ারি—আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা তাঁদের দলের বোমবাই প্রদেশ কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দক্ষিণ বোমবাই থেকে লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা যেন শ্রীজরজ ফারনানডেজ (এস এস পি)-এর জন্য কাজ করেন। মহাজোট-এর শরিকদের প্রতিও তিনি অনুরূপ মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওই কেন্দ্রে অন্যতম প্রার্থী শ্রীনওল টাটা। স্থানীয়ভাবে আদি কংগ্রেস কর্মীরা সেখানে কাকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার এই নির্দেশে সেই সংশয়ের অবসান ঘটল।

মহারাষ্ট্রে লোকসভার নির্বাচনে একমাত্র বাঙালী প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নাগপুর, ২২ ফেবরুয়ারি—মহারাষ্ট্র থেকে লোকসভার নির্বাচনে যারা দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র বাঙালী প্রার্থী হলেন শ্রীঅর্ধেন্দুভূষণ বর্ধন। তিনি কম্যুনিসট পার্টির টিকিটে নাগপুরের লোকসভা আসনে লড়ছেন।

গত লোকসভার নির্বাচনে শ্রীবর্ধন (৪৯) পরাজিত হন। ১৯৬২-তে তিনি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনেও জিততে পারেননি। তবে ১৯৫৭ সালে উত্তর নাগপুরের কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য, মহারাষ্ট্র বিধান সভায় শ্রীবর্ধনই প্রথম বাঙালী।

আজ আদালত বন্ধ

হাইকোরট এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অফিস ও অন্যান্য আদালত আজ, সোমবার, বন্ধ থাকবে।

COMET
কমেট টর্চ
ডজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
BEEVAS/DC/15

পোকামাকড় মারুন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
মারকিট
আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

আপনার ওমেগা ও টিসো ঘড়ি
ΩOMEGA
TISSOT
আমাদের এখানে সারাতে দিন
লিমটন
শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘড়ি-মেরামতি প্রতিষ্ঠান
১৪ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৯৮৫০ ২২-৯৭৫৯
Progressive/LL-2/70

অভাবনীয় উপহার
মাত্র ১০, টাকা মাসিক কিস্তিতে
বিখ্যাত প্রিন্স ন্যাশনাল ১১ সর্বাধুনিক জাপান মডেল ৩ ব্যান্ড ট্রানজিস্টর, সোনালী ক্যাবিনেট, রঙীন আলো।
আপনার ঠিকানায় পাঠান যাবে।
FILM SOUNDS (ABC)
3098, Piple Mahadev
Post Box 665, New Delhi-1
(১৬৬১৩)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

জনতার চোখের জলে জননেতার শেষ বিদায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চোখে জল, মুখে অজাতশত্রু, পরোপকারী, দেশহিতব্রতী বর্ষীয়াণ জননেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তীব্র ধিক্কার। সারা পথ জুড়ে মিছিলে ধ্বনি শোনা যায়—"হেমন্তদাকে মারলো কে, সি পি এম আবার কে"—ইত্যাদি।

মহাজাতি সদনে

সকাল সাতটায় মহাজাতি সদনের সামনে পৌঁছে দেখি দর্শনার্থীদের দুটি বিরাট লাইন। একটি উত্তরে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, অন্যটি দক্ষিণে কেশব সেন স্ট্রিটের মোড় অবধি। পুলিশ বাহিনী চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর যানবাহন ও লোকজনের ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। ভবন প্রাঙ্গণে ও আশপাশে সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারা। হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন বাঙালী অবাঙালী শিশু কিশোর তরুণ বৃদ্ধ সব বয়সেরই হাজার হাজার নরনারী সুশৃঙ্খলভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন লাইনে শেষ দর্শনের জন্য।

রাতে নীলরতন সরকার হাসপাতালের মরগ থেকে মরদেহ এনে মহাজাতি সদনের নীচের তলায় দক্ষিণ দিকের গ্যালারিতে শায়িত রাখা হয়। রেডিওতে এ খবর শুনে রাত্রেই সদনে দর্শনার্থীর সমাবেশ শুরু হয়। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান মাঝরাত্রে পুষ্পমাল্য পাঠিয়ে দেন। শেষ রাত থেকে সদনের সামনে লাইন করে দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

আজীবন খদ্দরপ্রিয় জননেতার মরদেহ শুভ্র খদ্দরে আচ্ছাদিত করা হয়। রাশি রাশি পুষ্পমাল্য ও স্তবকে সুশোভিত ও ধূপবাসে আকুল পরিবেশ। দর্শনার্থীরা একে একে আনত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে থাকেন। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে থাকে প্রচণ্ড। সাড়ে সাতটা নাগাদ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণ বিপ্লবী ও হেমন্তদার সহকর্মী বহু জননেতা আসতে শুরু করেন। প্রথমে আসেন বিপ্লবী শ্রীজ্যোতিষ জোয়ারদার, তারপর একে একে ডাঃ রণেন সেন, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীভূপেন রক্ষিত প্রমুখ। মহিলাদের অনেকেই অঝোরে কাঁদতে থাকেন। ন'টা বাজার মুখে ফরওয়ারড ব্লকের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য ও শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, কাউনসিলার শ্রীকুমার দত্ত ও শ্রীঅজয় দে প্রমুখ শোকযাত্রা বার করার বন্দোবস্ত করেন।

শোকযাত্রা শুরু

মহাজাতি সদন থেকে শোকযাত্রা শুরু হয় বেলা ৯টা ১০ মিনিটে। পুষ্প-সজ্জিত লরিতে ফরওয়ারড ব্লকে ব্যাঘ্র লাঞ্ছিত লাল পতাকায় আচ্ছাদিত মরদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা হয়। লরির উপরে কাল পতাকার পাশে ফরওয়ারড ব্লকের অর্ধনমিত পতাকা। লরির উপরে নেতৃবৃন্দ, সামনে কংগ্রেস, জনসংঘ, ফরওয়ারড ব্লক, পি এস পি, আর এস পি, এস ইউ সি ও সি পি আই প্রভৃতির অর্ধনমিত পতাকা, ও ফেসটুন হাতে জনতার মিছিল। তারও আগে সামরিক বাহিনীর লরির সারি। পিছনে, বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল চিত্তরঞ্জন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা=৩২

বিজ্ঞপ্তি

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফ্যাকাল্টি অব এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলোজির প্রথম সিমস্টার পরীক্ষা—যাহা ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, সোমবার, গৃহীত হওয়ার কথা ছিল, তাহা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, শুক্রবার গৃহীত হইবে।

ইণ্টারমিডিয়েট ফার্মেসির প্রিলিমিনারি ফুড টেকনোলোজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড অর্গানিক কেমিস্ট্রি ১-এর বায়ো-কেমিস্ট্রি এবং নিউট্রিশন ১-এর পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে গৃহীত হইবে।

বি ই অ্যাণ্ড টেলি-কমিউনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং (ফাইনাল)-এর প্রোপাগেশন এবং এইচ পি মেজারমেণ্ট-এর পরীক্ষা ১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে গৃহীত হইবে। বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা চলিবে।

কর্পোরেশন এপ্রেণ্টিস এবং পার্ট-টাইম ডিগ্রী কোর্স সহ ফ্যাকাল্টি অব এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলোজি-এর দ্বিতীয় সিমস্টার ক্লাসসমূহ ২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

এ. কে. মজুমদার
ভাইস-চ্যান্সেলর

এ সপ্তাহে
আপনার রাশিফল

শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকমঃ—শনি মেষে। কেতু সিংহে। মঙ্গল ও বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। শুক্র ধনুতে (শুক্রবার শুক্র মকরে সরে যাবে)। রবি, বুধ ও রাহু কুম্ভে। চন্দ্র আজ আছে ধনুতে। সোমবার চন্দ্র যাবে মকরে। বুধবার রাত্রে চন্দ্র যাবে কুম্ভে। শুক্রবার চন্দ্র যাবে মীনে।

রাষ্ট্রীয় ফল : ভিয়েতনামে যুদ্ধের পরিধি বিস্তার লাভ করতে পারে। আরব-ইজরাইল সম্পর্কের উন্নতি হবে না। ছোটখাটো সংঘর্ষ হতে পারে। ভারত-পাক সম্পর্কের আরো অবনতি হতে পারে। ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শান্তিরক্ষার পক্ষে প্রতিকূল। পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও উদ্বেগ চলবে। নীচস্থ শনি মেষ রাশি অতিক্রম করছে। সুতরাং এই সব অশুভ ফল সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসা প্রচেষ্টায় বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। মনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মিথুন—আর্থিক অবস্থায় কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যয়বাহুল্যের চাপ চলবে। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য বা মামলা-মোকদ্দমায় জয় লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কর্কট—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

সিংহ—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে আবহাওয়া অনুকূল। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। কোনো ভ্রাতা মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো চলবে না।

কন্যা—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা উপকৃত হবেন। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক অবস্থায় কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যয়বাহুল্যের চাপ চলবে। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। পারিবারিক শান্তির আশা কম। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

ধনু—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। মনের কোনো বিশেষ আশা পূরণ হতে পারে। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। বাস-গৃহ বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মীন—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বৈষয়িক সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না। হিম এড়িয়ে চলবেন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বৃহস্পতিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৪০
ইং ২২—২—৩৪]

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন
পূর্ণ দণ্ড ভোগান্তে মুক্তিলাভ

ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেন ব্যক্তিগত আইন অমান্য সম্পর্কে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বুধবার দিন আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

*

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব

গত বুধবার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ৯১তম জন্মতিথি দিবসে গিরিশ-সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা বিবেকানন্দ হলে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।......

ইনটারভিউ বাতিল

কলকাতা পুলিশের সাব-ইনসপেকটর পদে কর্মী নিয়োগের জন্য সোমবার যেসব প্রার্থীর 'ইন্টারভিউ' নেওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এই 'ইন্টারভিউ' নেওয়া হবে বলে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (হেড কোয়ারটারস) জানান।

বিশাল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী
এম, পি, জুয়েলার্স এণ্ড কোং
১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-৫৭৬৫

একটি রত্ন মানুষের জীবনকে মধুময়, প্রাণময়, স্বাস্থ্যময়, শৌর্যময়, শান্তিময়, সৌষ্ঠবময়, শক্তিময়, পুণ্যময় ও দেবময় করে তুলতে পারে। মানবজীবনে রত্নের প্রভাব অফুরন্ত শক্তির উৎস। সেই রত্ন নির্ধারক জ্যোতিষীর উপরই নির্ভর করে রত্ন নির্বাচন। রত্ন নির্বাচনে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে এম পি জুয়েলার্স।

রজত জয়ন্তী শাখা:
বি-৪, প্রহ্লাদ মার্কেট,
করোলবাগ, নয়াদিল্লী-৫
ফোন ৫৬-২৮১০

বালক-বালিকা সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি

সারা রাজ্যব্যাপী অরাজকতা ও অশান্তি থাকা সত্ত্বেও রোটারী ক্লাব অফ ক্যালকাটা আয়োজিত 'বালক-বালিকা সপ্তাহ' পশ্চিমবঙ্গের বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এই কৃতিত্বের অনেকটাই প্রাপ্য ডাঃ বি মুখার্জির, যিনি এই কমিটির সভাপতি এবং যাঁর নেতৃত্বে গত বছরও এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। ডাঃ মুখার্জির অনুপ্রেরণায় যে শুধু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সারা রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল তাই নয়, সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি সার্থক রূপ নিয়েছিল। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কয়েক শত বালক ও বালিকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিতর্ক সভার দ্বারা। এই বিতর্কে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি রচনা প্রতিযোগিতায় ৫৮ জন, ১৭ তারিখে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ৭৮ জন এবং ১৮ তারিখে সংগীত প্রতিযোগিতায় ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ওরিয়েন্ট প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে 'বিদ্যাসাগর' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

গত শনিবার 'বালক-বালিকা সপ্তাহে'র সমাপ্তি অনুষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য ও রমণীয় পরিবেশে কয়েক শত ছাত্রছাত্রীর নৃত্য, কুচকাওয়াজ ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০০্ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী সেনগুপ্ত।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ জয়ন্তী সম্মেলন—ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দিরের রাজা শ্রীনাথ সভাকক্ষে (২৩৭ রাসবিহারী এভিনিউ) ৩টায় পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান এবং ৫টায় ধর্মসভা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট, গোল পারক—৬॥টায় বিবেকানন্দ হলে শ্রীশংকরী প্রসাদ বসুর বাংলা বক্তৃতা, বিষয়—'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ'। দেশপ্রিয় স্মরণ সমিতি—৬॥টায় মহাজাতি সদনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ৮৭তম জন্ম-বার্ষিকী পালন। এশিয়াটিক সোসাইটি (১ পারক স্ট্রিট)—৫॥টায় ডাঃ (শ্রীমতী) জয়া চৌধুরীর বক্তৃতা, বিষয়—'সারটিক সারজারি'। অনুষ্ঠান স্থগিত—বাংলা বন্ধের জন্য শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সমাজের আজকের বৎসরিক অনুষ্ঠান স্থগিত থাকছে। **অখিল ভারতীয় মৌলানা আজাদ মিশন**—বেলা ১১টায় ৮১নং নারকেলডাঙা মেন রোডস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে উরস উৎসব পালন।

দি ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ

ঘোষণা

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের মাননীয় গ্রাহকবর্গ ও সিগারেট ব্যবসায়ের সদস্যবর্গকে আমরা জানাইতেছি যে, একটি আবশ্যিক কাঁচা মাল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় আমাদের চারমিনার সিগারেটের উৎপাদন হ্রাস করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

তবে, হ্রস্ব পরিমাণে যে উৎপাদন হইতেছে তাহার সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টনের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আমরা আশা করি যে, সরবরাহের এই বিঘ্ন নিতান্তই সাময়িক এবং পূর্ণ উৎপাদন যে পর্যন্ত না পুনরায় করা যাইতেছে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে।

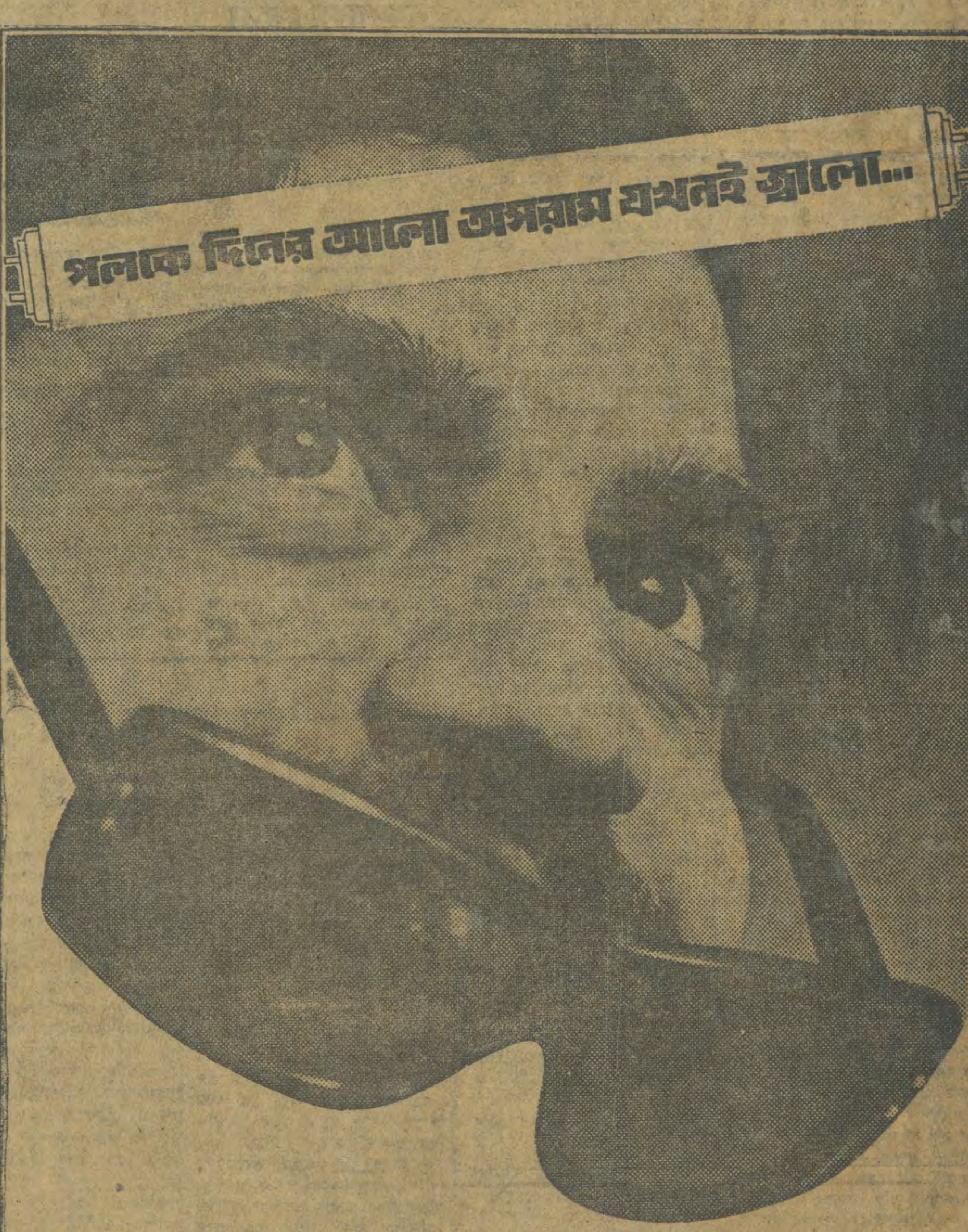

দিনের আলোর মত চোখ কভু ঝলসায় না!

এখন পাবেন এমন এক টিউব লাইট যা পরিষ্কার দিনের আলো ছড়িয়ে দেবে সারা ঘরে। স্নিগ্ধ আলো যাতে চোখ ঝলসায় না। অতিরিক্ত জ্বলজ্বলে আলো কিম্বা ম্যাটম্যাটে ছায়ার রেখা নিয়ে আপনার কোন দুশ্চিন্তা বা মাথাব্যথা কিছুই হবে না। এই স্নিগ্ধ দিনের আলো পাবেন কারণ প্রত্যেকটি অসরাম টিউবের ভেতরটা উন্নতমানের এক ফ্লুরেসেন্ট পাউডার দিয়ে আস্তর করা আছে। এরপর থেকে অসরাম টিউব লাইট-ই লাগাবেন। ৫ গুণ আলো পাবেন—আর তা'ও সাধারণ আলোর চেয়ে ততগুণ কম খরচে। দিনের মতই রাত্রেও সবকিছুই সেরা স্নিগ্ধ আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাবেন। অসরাম টিউবের সঙ্গে পাবেন এরই নিজস্ব জি ই সি নিখুঁত মানানসই ফিটিং, আগেই সম্পূর্ণ তারের ব্যবস্থাসহ পলিয়েস্টর চোক, স্টার্টার আর লক-ইন-ল্যাম্প হোল্ডার। সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে লাগানো যায়। এসব তৈরীর পেছনে আছে জি ই সি'র বিশ্ববিখ্যাত কারিগরী।

রাতের আঁধারে দিনের আলো অসরাম টিউব যেথায় জ্বালো

G.E.C. Osram

লিনটাস-OTL. 4-210 BG

Trademark G.E.C. and Osram Permitted User—The General Electric Company of India Limited.

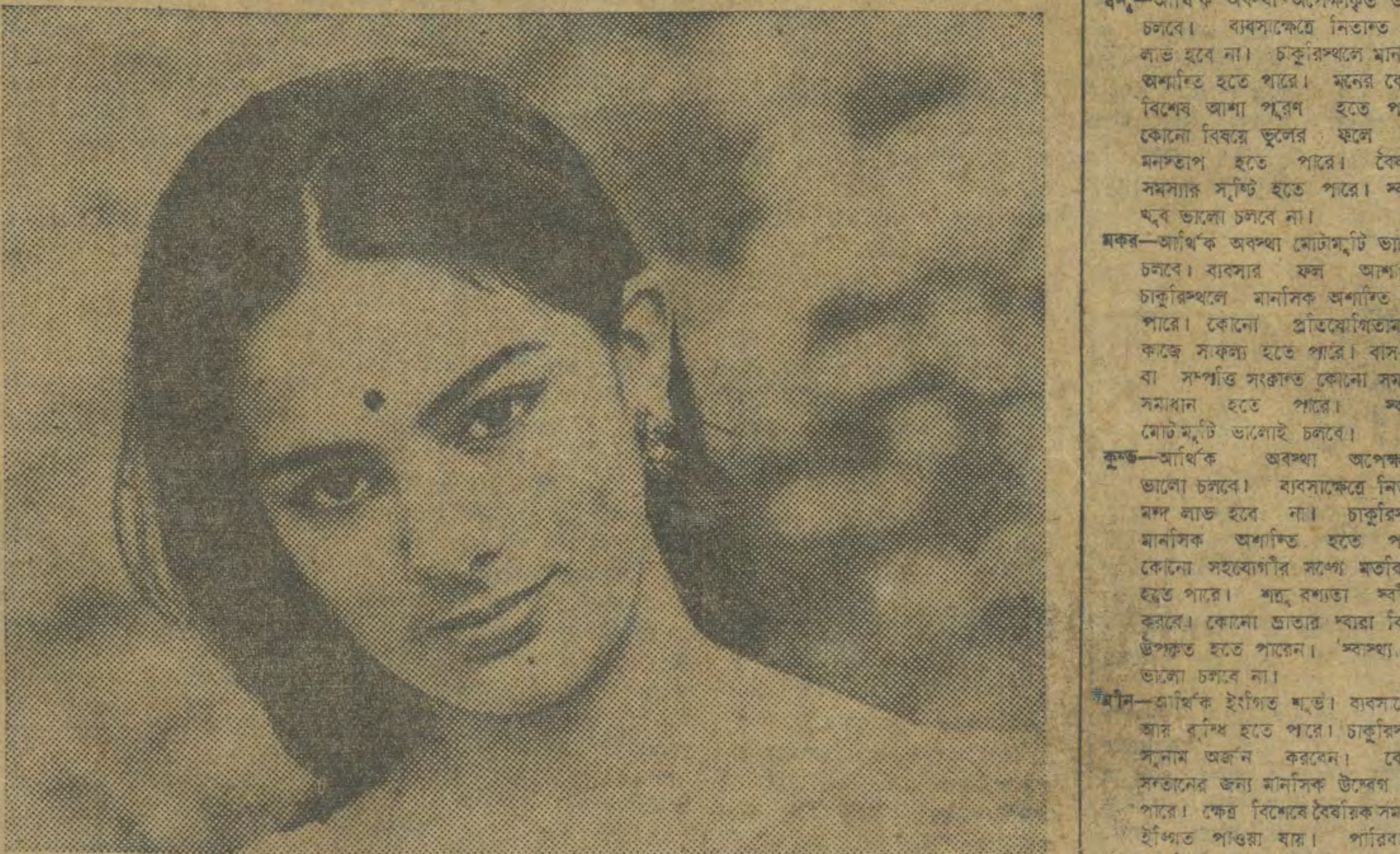

Bensons-4347-Ben

অপরূপ কোমল জয় আপনার রূপরঙে আনে চিরতারুণ্যের আভা

আপনার সাবানটি এমন হওয়া উচিৎ যেটি আপনার প্রতিটি রোমকূপকেও পরিষ্কার করে তুলবে এবং চামড়া নরম করার তেলের অভাব পূরণ করবে। জয় সাবানের মোলায়েম ফেনার ঠিক এটাই হ'ল বিশেষত্ব। এটি আপনার চামড়াতে আনে সতেজ নির্মল কমনীয়তা। জয় সাবানের অপূর্ব চামেলীর গন্ধ শেষ অংশটুকু ক্ষয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অটুট থাকে।

টাটার তৈরী

চিরতারুণ্যের আভা আনে জয় সৌন্দর্য্য সাবান

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার, ৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

ধ্বংস যত বিপুল, সৃষ্টির পথ তত মুক্ত, তবে ধ্বংসের কাজ প্রায়শঃ দীর্ঘ মন্থর পীড়াদায়ক, আর সৃষ্টির আরম্ভ হয় বিলম্বে, তার পূর্ণ বিজয়ও বিঘ্নবহুল। —শ্রীঅরবিন্দ

পর্বতো বহ্নিমান .....

কথায় বলে চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু কিছু কিছু এমন লোকও আছে চোর একবার কেন, পাঁচবার পলাইলেও তাহাদের বুদ্ধি খোলে না। অনেকের সন্দেহ নয়াদিল্লির দিক্‌পালেরা সেই দলে পড়েন—বার বার চোর পলাইলেও তাঁহাদের টনক নড়ে না। পাকিস্তানের কাছে পদে পদে তাঁহারা তাই কূটনীতির খেলায় হার মানিতেছেন। একটা যাত্রী-বিমান তাঁহাদের চোখে ধুলা দিয়া পাকিস্তান লাহোরে লইয়া গিয়া উড়াইয়া দিল আর তাঁহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকা ছাড়া আর-কিছুই করিতে পারিলেন না। এ ব্যাপারে তাঁহাদের ভাবমূর্তি বিশেষ উজ্জ্বল হয় নাই, তাঁহাদের কর্মতৎপরতারও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সমস্ত ঘটনাটা তাঁহাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো মনে হইলেও মেঘ কিন্তু অনেক আগেই ঈশান কোণে জমিয়া ছিল। সে মেঘটা দেখিয়া তাঁহারা যদি সতর্ক হইতেন তাহা হইলে এ উপমহাদেশে প্রথম বিমান-ছিনতাই ঘটিতে পারিত না। দস্যুরা ভারত সরকারের অসাবধানতার সুযোগে কাজ হাসিল করিয়াছে।

এখন অবশ্য নয়াদিল্লির কিঞ্চিৎ বোধোদয় হইয়াছে। প্রত্যেক বিমান-বন্দরে যাত্রীদের তল্লাসী করা হইতেছে যাহাতে ফাঁকি দিয়া আবার কেহ বিমান লইয়া পাকিস্তানে পাড়ি দিতে না পারে। কিন্তু কাজটা কতকটা সেই কথামালার একচক্ষু হরিণের মতো ঠেকিতেছে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে যত প্রকারে সম্ভব অপদস্থ ও বিব্রত করা। প্রতিবারই সে যে আকাশ বোম্বেটেগিরি করিবে, এ কথা কে বলিল? বরঞ্চ সুযোগ পাইলেও চট করিয়া হয়তো আর-একটা বিমান-ছিনতাই করিবে না। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার আরও একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিমান-বন্দরগুলিতে পাহারা তুলিয়া দিবার সময় এখনও আসে নাই। সেখানে কড়াকড়ি শিথিল করার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও হাঙ্গামা পাকিস্তান যাহাতে না বাধায় সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। পাকিস্তানের গুণের তো ঘাট নাই। কখন কোথায় অনর্থ ঘটায়, কে জানে! নয়াদিল্লি যদি যে-কোনও অঘটনের জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহা হইলে ইসলামাবাদের চালে আবার সে মাত হইবে।

এ সময় প্রতি বৎসর লাহোরে খুব ঘটা করিয়া একটা হর্স-শো বা ঘোড়ার খেলা হয়। অনুষ্ঠানটা করেন সামরিক বাহিনী। তেজী লড়াইয়ের ঘোড়া লইয়া তাঁহাদের ঘোড়সওয়ারেরা বিস্তর চমকপ্রদ কসরৎ দেখাইয়া থাকেন—দল বাঁধিয়া দূর-দূরান্তর হইতে লোকে সে খেলা দেখিতে আসে। এবার সে সব কিছুই হইবে না, অমন জমকালো বার্ষিক অনুষ্ঠানটা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন? পশ্চিম-পাকিস্তানে ঘোড়ার মড়ক হইয়াছে বলিয়া তো শোনা যায় নাই। তবে খামোকা এমন একটা আনন্দ অনুষ্ঠানে এবারে ছেদ টানিয়া দিয়াছে পাকিস্তান কোন্ দুঃখে? খোঁজ লইলে দেখা যাইবে লাহোরে ঘোড়ার অভাব নাই। লড়াইয়ের ঘোড়া সব দিব্য বহাল তবিয়তে আছে। কিন্তু খেলার সময় তাহাদের নাই, তাহাদের পাঠানো হইয়াছে জরুরী কাজে কাশ্মীর সীমান্তে। সে কাজ যে কী,—সে কথা কি নয়াদিল্লিকে বলিয়া দিতে হইবে? ভারতবর্ষ তো আর পাকিস্তানকে কস্মিনকালেও আক্রমণ করিবে না। পাকিস্তানই তৈয়ারি হইতেছে কাশ্মীর-সীমান্তে আর-এক দফা হামলা করিতে। ধোঁয়া তো আর অমনি দেখা দেয় নাই, ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখিলেই বুঝিতে হইবে কাছাকাছি কোথাও আগুন জ্বলিতেছে।

অতএব সাবধান! পাকিস্তানের চতুরতায় ভারত সরকার আবার যেন না ঠকেন। পশ্চিম-সীমান্তে তাঁহাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে তো বটেই, পূর্ব-সীমান্তেও। সেখানেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নূতন করিয়া ঘাঁটি তৈয়ারি করিতেছে। লক্ষণ সেখানেও আর-যাহাই হউক শুভ নয়। পাকিস্তান কেবল সমরসজ্জা শক্তিশালী করিয়াই ক্ষান্ত নয়, কূটনৈতিক অস্ত্রেও শান দিতেছে। সে দিকটাও যেন নয়াদিল্লিতে উপেক্ষিত না হয়। ইসলামাবাদ আবদার ধরিয়াছে ভারতের আকাশ দিয়া তাহার বিমান-চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহার যে লোকসান হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ ভারতবর্ষকে দিতে হইবে। মজা মন্দ নয়। গাছেরও খাইব আবার তলারও কুড়াইব—বিমান নষ্ট করিব আবার ক্ষতিপূরণও আদায় করিব! ক্ষতিপূরণ যদি কাহারও প্রাপ্য হয় সে তো ভারতবর্ষের। জলপথে আসাম হইতে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করিয়া কম লোকসান কি ভারতবর্ষের পাকিস্তান করিয়াছে? সে বাবদ বেশ কয়েক কোটি টাকা তো ভারতবর্ষের পাওনা হইয়াছে। পাকিস্তানে ভারত-বর্ষের হাই-কমিশনার তো এখন নয়াদিল্লিতে। ওই ক্ষতিপূরণের একটা বিল তাঁহার হাতে ইসলামাবাদে পাঠাইয়া দেওয়া হউক না কেন!

নানা পরিধান

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান; ভারতজীবনের সাংস্কৃতিক চিত্রপটে বহু বিভিন্ন রূপের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াও কবি বলিয়াছেন—বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্। এ ক্ষেত্রে রূপের ভিন্নতা বস্তুত বৈচিত্র্যের এক বিশাল সমাবেশ সম্ভব করিয়া ইহাই দেখাইয়া দিয়াছে যে, তাহা জনজীবনে মহান্ মিলনের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। চোখে দেখিয়া যাহাকে সবচেয়ে বড় বৈচিত্র্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহা নিশ্চয়ই ওই 'নানা পরিধান।' পরিচ্ছদের রূপের হিসাব করিলে এই সত্যই প্রমাণিত হইবে যে, পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে ভারতীয় জাতিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র জাতি। পরিচ্ছদের রূপ রীতি ও রুচি যেন ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের উদ্যানের মতো এক-একটি অঞ্চলের জনজীবনের বিশেষ শোভা রচনা করিতেছে। বসন্তবাতাসের ছোঁয়া লাগিয়া রাজস্থানের নারীর ওড়না যখন চঞ্চলিত হয়, বাংলার নারীর শাড়ির আঁচল তখন মন্দমধুর আবেগে কাঁপিয়া ওঠে। উৎসবের দিনে উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য গৃহস্থ যখন তাঁহার মাথায় রঙিন পাগড়ি আঁটিতে থাকে, বাংলার গ্রামের গৃহস্থ মানুষ তখন তাহার সাদা চাদরটিকে গায়ে জড়াইতে থাকে।

কলিকাতাতে ভারতীয় পরিচ্ছদের ছবির যে প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় জীবনে 'নানা পরিধানে'র অজস্র বিচিত্রতার কিছু পরিচয় পরিবেশন করিতেছে। এক হিসাবে ইহা যেমন শিল্পকলার রম্য পরিচয়ের প্রদর্শনী, অন্য হিসাবে ইহা ভারতীয় জীবনের একটি সাংস্কৃতিক তথ্যেরও প্রদর্শনী। একজাতি একপ্রাণ ও একতার আদর্শটি বস্তুত ও প্রধানত মানসিক সত্য। তাহার পক্ষে একই প্রকারের ও একই রূপের পোশাক পরিধান করিবার প্রয়োজন হয় না।

আজিকার ভারতীয়ের পরিচ্ছদে যাহা বিচিত্রতা, তাহা অবশ্য সনাতন সত্য নহে। দূর-অতীতে যাহা ছিল তাহা আজ আর নাই। ভারতীয় নারী একদিন পুরুষেরই মতো উষ্ণীষ ধারণ করিত। আজিকার ভারতীয় নারীর মস্তকে উষ্ণীষের সেই ভার আর নাই। ভারতের নারী ও পুরুষ উভয়েরই পরিচ্ছদের রূপ ও রীতি যুগ যুগ ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। কোন সন্দেহ নাই, ভিন্নদেশীয় প্রথারও ধারা আসিয়া অভ্যস্ত ঐতিহ্যের প্রবাহের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত, নারীর দেহে যাহা ছিল হ্রস্ব ওড়না অথবা উত্তরীয়, তাহাই কালক্রমে দীর্ঘ ও বিলোল হইয়া শাড়িতে পরিণত হইয়াছে। অজন্তার চিত্রাবলী প্রাচীন ভারতীয় নারীর পরিচ্ছদরুচির পরিচয় বহন করিতেছে। সেই ঐতিহ্য সমূহভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। বিবর্তিত রূপে তাহা আজিও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আছে! শ্রীজওহরলাল নেহরু লিখিয়াছেন, গ্রাম-ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিতে গিয়া তিনি নারীর বেশভূষার এমন রূপ দেখিয়াছেন, যাহা প্রাচীন অজন্তা-নারীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

শিল্পী মোলারামের পাহাড়ী চিত্র-কলার একটি বিখ্যাত আলেখ্য হইল তাঁহার 'মস্তানী।' মদাবেশে বিহ্বলা মস্তানীর বেশভূষার রূপ দেখিয়া কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকেন, ইহা নূতন ঐতিহ্যের বেশভূষা। কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, অজন্তা-নারীর বেশভূষা আলুলায়িত হইয়া ও ওড়না-চোলি অঙ্গে তুলিয়া লইয়া নূতন পরিচ্ছদ-রুচি সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় পরিচ্ছদের ইহা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পুরাতন ঐতিহ্যের সহিত একেবারে সমূহ বিচ্ছেদ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, যজ্ঞ করিবার সময় পুরোহিতের উত্তরীয়ে অথবা উপবীতে একটি পশুচর্মখণ্ড বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা বিহিত আছে। প্রথাটি প্রাচীন পরিচ্ছদের ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করিতেছে। অর্থাৎ, অতিপ্রাচীন আর্য যে পশুচর্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, এই প্রথাটি বস্তুত তাহারই স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার। সুতরাং, আজিকার ভারতীয়ের সাধারণ পরিচ্ছদের রূপ ও প্রকারের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের অবশেষ কিছুটা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে অসুবিধা নাই। ভারতের 'নানা পরিধান' বহু বিভিন্নতার রূপক হইলেও ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে বিস্ময়কর একটি ঐক্যের রূপক, অতিপুরাতন অতীতের সহিত নবীন বর্তমানের বিস্ময়কর মিলনের রূপক।

যৎকিঞ্চিৎ

কাপড়ের কলগুলিতে তুলার অভাব ও অত্যধিক দাম লইয়া অনেক দিন আগেই সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন সেই সংকট কাপড়ের বাজারেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাপড়ের দামের উপর এখনও সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য বড় শহরে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেশী দামে কাপড় বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের পোশাক-প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী সমিতি সরকারের নিকট কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ বেশী দামে কাপড় কিনিতে হইলে পোশাকের দামও বাড়িবে এবং একবার নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরম্ভ হইলে পুনরায় নিয়ন্ত্রিত দামে কাপড় বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অতিরিক্ত দামে কাপড় বিক্রয় বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ১৯৫৫ সনের অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুসারে ব্যবস্থা-গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মীদের উপর ভরসা করিয়া বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো খুবই কঠিন। অবশ্য তাই বলিয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ দাম বাড়াইতে দেওয়া উচিত নয়। এ জন্য রাজ্য সরকার একদিকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু রাখিতে সচেষ্ট হইবেন, এবং অপর দিকে কাপড়ের কলগুলিকে প্রয়োজনীয় তুলা সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। সূতার অভাবে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত ও হোসিয়ারি শিল্প নষ্ট হইতে চলিয়াছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ওই রাজ্যের তাঁতশিল্প রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। মোট কথা, কাপড়ের কলগুলিকে চালু রাখার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী না হইলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আশা করি সমস্যা হাতের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার আগেই টেক্সটাইল কমিশনার মিলগুলিকে তুলা সরবরাহ এবং রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থাগ্রহণে উদ্যোগী হইবেন।

কাপড়ের দাম

লোকমান্য তিলক ও মহামারী

স্বামী বিবেকানন্দ তথ্য-বিশ্বাসী ছিলেন, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি দেখে তাঁর চিত্ত বিগলিত হত না, স্বামীজীর সমালোচনার ভঙ্গি ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র—তার নিকস দেশপ্রেমের পরিচায়ক—স্বামীজী সম্পর্কে একথার উল্লেখ করেন শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে, ১৮৯৭ সালে ভারতের বৃহত্তম দুর্ভিক্ষ প্লেগ ও লোকমান্য তিলকের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

১৭৮৩-১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ভারত-বর্ষে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার তথ্যভিত্তিক ইতিহাস বক্তা আলোচনা করেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতির মাধ্যমে। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ এক ভয়াবহ ব্যাপার—তারপর মহামারী প্লেগ। একমাত্র মহারাষ্ট্রে এই মহামারীতে মারা যায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার লোক। বৃটিশ সরকার গোরা সৈন্য পাঠাল দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণকার্যে। গোরাদের অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার, পর্দানশীন হিন্দু মেয়েদের মর্যাদাহানি ও ধর্ষণের বিস্তৃত বিবরণ দেন বক্তা।

পানজাবে তিনজন নকশাল নেতা নিহত

চণ্ডীগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি—এখানে সরকারীভাবে জানা গিয়েছে, পানজাবের তিনজন নকশালপন্থী নেতা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন।

তাঁদের নাম রউনাক সিং, তেহল সিং ও অজিত সিং।

কয়েকদিন আগে রউনাক সিং পুলিশ হাজত থেকে পলায়ন করেন। কয়েকটি হত্যার মামলা সম্পর্কে পুলিশ তাঁর গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। —পি টি আই

রাজ্যপালের অপসারণ দাবি

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) সভাপতি শ্রীসুধীর চৌধুরী রবিবার এক বিবৃতিতে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে অবিলম্বে অপসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, শ্রীধাওয়ান প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ছাত্র সমাজকে 'বাংলা বন্ধ' ও ছাত্র ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে পালনের আবেদন জানান।

পঃ বঙ্গ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক কালীঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী শ্রীসলিলবরণ চ্যাটার্জি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতির শাসনে 'কোন মানুষেরই নিরাপত্তা নেই'। তিনি বাংলা বন্ধকে সার্থক করে সংঘবদ্ধভাবে ক্যাপিটালিস্ট হামলার প্রতিরোধে সংকল্প গ্রহণ করার জন্য জাতীয়তাবাদী যুব শক্তির উদ্দেশে আবেদন জানান।

কলকাতার চিত্রমেলা ১৯৭১ : শিল্পী মানব বড়ুয়া

কলকাতার কড়চা

কলকাতা চিত্রমেলা চলবে এ-মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত। এ'রা মেলা প্রাঙ্গণে অবনীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পালন করেছেন। ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য কাজের দিনেও ভিড় হচ্ছে অভাবনীয়। বিকেল চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত গড়ে দৈনিক দেড় হাজারের মতন লোক আসছে মেলা দেখতে। ছবির সামনে ভিড়, চায়ের দোকানের পাশে এলোমেলো জটলা, মাঠের মধ্যেকার চাপ-জমাট আড্ডা। শিল্পীর তুলি আপনার প্রতিকৃতি কয়েক মুহূর্তে এঁকে দিচ্ছে। তার জন্যে সামান্য খরচ করুন। অল্পদামে ছবি কিনুন, ঘর সাজান। গড়ে ফি-দিন ছবি বিক্রি হচ্ছে বিশ-পঁচিশখানা করে।

তবু, সবার মনে একটা স্থায়ী দুঃখ। আর কদিন? দেখতে-দেখতে শনিবার আসবে। কলকাতার মধ্যে এই এক কলকাতা-সাংকচুয়ারির দিন ফুরোবে। কেন? বর্ষা বাদে গোটা বছর কি এখানে চিত্র প্রদর্শনী হতে পারে না? পৌর-পিতা এবং পৌর কমিশনারের প্রতি মেলার লোকেদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু তাঁদের কাছে নিবেদনও আছে। শিল্পপ্রেমীদের বক্তব্য হলো—কলেজ স্ট্রিটে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়মে একটু জায়গা দিন। ছবির প্রদর্শনী হোক আপাতত। পরে যখন হগ মারকেটে প্রাসাদ উঠবে, তখন যেন পৌরসভা একটা স্থায়ী গ্যালারির ব্যবস্থা করতে পারেন। সাহিত্য-ছবি প্রভৃতি শিল্প বেঁচে-বর্তে থাকলে, তবেই তো কলকাতা বাঁচবে।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে পৌরসভা অবনীন্দ্র চিত্র-শালার শিলান্যাস করে একটা স্থায়ী আর্ট মিউজিয়মের পত্তন করুন না! তাহলে একদিকে যেমন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের এক মহাগুরুর প্রতি সম্মান দেখান হবে, তেমনি অন্যদিকে কলারসিকদের কৃতজ্ঞতাও অর্পিত হবে।

২১ ফেব্রুয়ারি

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশেফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?" পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে "একুশে ফেব্রুয়ারি" এক যুগান্তকারী দিন। "একুশে ফেব্রুয়ারি"-র প্রথম শহীদ আবুল বরকত পশ্চিম বাংলার ছেলে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার বাবলা গ্রামে প্রায় এক-চল্লিশ বছর আগে বরকত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সালার রেল স্টেশনে নেমে প্রায় তিন মাইল পথ হেঁটে বা গরুর গাড়িতে বাবলা গ্রামে যেতে হয়। বরকত পাশের গ্রাম তালিবপুরের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকায় পড়া-শোনা করতে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালে সে যখন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্লাসে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখন ২১ ফেব্রুয়ারি "বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"

বরকতের মা, ভাই ও ভাইপো

এই দাবিতে ডাকা ছাত্র-ধর্মঘটের দিনে ক্ষিপ্ত পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করল। ক্ষমতাসীন নূরুল আমিন (মুসলিম লীগ) সরকারের বর্বর নিপীড়ন সত্ত্বেও নির্ভীক ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসটেলের কাছে যেখানে বরকত গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সেখানে রাতারাতি একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেছিল। পুলিশ শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

আবুল বরকতের মা হাসিনা বিবি এখনও বাবলা গ্রামে তাঁর "শহীদ" ছেলের জন্মভিটে আগলাচ্ছেন। জীর্ণ বাড়িটির নাম দিয়েছেন "বরকত-মঞ্জিল"। নীচে আরও খোদাই করা: শহীদ ২১-২-৫২। উনি এখনও প্রতি বছর গ্রামে "একুশে ফেব্রুয়ারি" পালন করেন। ওই দিন গ্রামের গরীব-দুঃখী ও বাচ্চাদের যা পারেন খাওয়ান। হাসিনা বিবির দুর্ভাগ্য যে ওঁর দ্বিতীয় পুত্র আবুল হাসানাত-এরও অল্প কিছুদিন হল মৃত্যু হয়েছে। বরকতের পিতা ভুলু মিয়া ইন্তেকাল করেছেন প্রায় আট বছর আগে।

যুবনাশ্বের সত্তর বছর

কে এই যুবনাশ্ব? মণীশ ঘটক। কল্লোল-দলের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক আর কবি। সে যুগের উপ-কথার নায়ক! এককালে বড় সরকারি চাকরি করতেন, এখন করেন আইন নিয়ে ব্যবসা। এই বয়সেও সপ্তাহে চার পাঁচ-দিন কলকাতা-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর। দীর্ঘদেহী, শুভ্র শ্মশ্রু—দেখলে মনে হবে, কাল তাঁর দাস্যপনার কাছে মাথা নুইয়েই আছে। তিনি থাকেন মাথা তুলে। তিনি তাঁদের জীবিত কুলে সর্বজ্যেষ্ঠ

তাঁরই সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, নাম—বিদূরী বাক্‌। আগাগোড়া ভারতীয় দর্শনে নিষিক্ত কবিতাবলী। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পাইপগানে পাঁচজন......ইত্যাদি

কয়টি স্কুল-কলেজ বন্ধ? বলা শক্ত, কারণ এ-বিষয়ে পঞ্জিকার মতো "গোস্বামী মত" আর অন্য মত আছে। তা-ছাড়া হিসাব থাকার কথা যেখানে, সেই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎও মাঝে মাঝে বন্ধ।

কয়টি খোলা, সেই হিসাব বরং বেশ সহজ, চট করে হাত গুনে বলে ফেলা যাবে। মোটামুটি বলা যায়, খোলা আছে অন্তত সেই কয়টি, যেগুলো সাহেবী কায়দায় চলে, যেখানে বড় লোকের (বাঘা বাঘা বিপ্লবী নেতাদেরও) ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। ছাত্র আর শিক্ষকদের যথাক্রমে পড়াশুনা আর অন্ন মারা যেতে বসেছে সেই সব বিদ্যালয়ে, যেগুলি গরিব, সাধারণ ইত্যাদি মানুষ অর্থাৎ শ্রেণীশত্রুদের জন্যে। কিন্তু প্রতিবাদ নেই, তবু ভোট হবে।

আধ ডজনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েরই বা খোলা কয়টি? সেটা বলা যায়। কিন্তু বলা মুশকিল, কয়দিন খোলা থাকবে। তাতে কি-বা এসে যায়! ভোট হবে।

হত্যার সংখ্যা কত শত? কেউ জানে না, যেহেতু চিত্র-গুপ্তও স্বয়ং সম্ভবত খাতা বন্ধ করে বসে আছেন। কোনও পার্টি কি কলকাতা থেকে সব প্রার্থী তুলে নিল? তাতে কী। তথাপি পার্টিক্রেসিকে—থুড়ি, "গণতন্ত্র"কে বাঁচাতে হবে! চার শো কলকারখানা আজও খোলেনি, শেয়ালদা ডিভিশনে রেল চলছে না (পার্টিসনের পর এই রেলপথের বেটুকু-বা গজভুক্ত কপিত্থের মতো ছিল, এবার বুঝি তা-ও গেল), বাসও কথায় কথায় বন্ধ থাকে, তাতে কী!—ভোট হবে।

খোলা তবে কী? জিজ্ঞাসা করতেই এক বন্ধু ছোট্ট একটা খবর দেখিয়ে দিলেন: শুভ সংবাদ, শুভ সংবাদ! মহা-শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লীটি ফের চালু হয়েছে। কাজ যদিও ক্রমশ হালকা হচ্ছে আদম-সুমারী কর্মীদের, ঘাটবাবুদের কাজ বাড়ছে। কিন্তু রাজনৈতিক খুনোখুনির সংবাদ পরি-বেশণের রীতি বোধহয় অচিরেই বদলাতে হবে। সাপ্তাহিক মৃত্যুর যে খতিয়ান বের হয়, তাতে "কলেরায় এত জন, বসন্ত রোগে এতজন"-এর হিসাবের পাশাপাশি "পাইপগানে পাঁচজন, বোমায় বিশজন..." ইত্যাদি হিসাবও শোভা পাবে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কর্মচারী ধর্মঘট প্রত্যাহার

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীরূপচাঁদ ব্যানারজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে তার ভিত্তিতে কর্মচারীদের লাগাতার অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন।

পাকিস্তানের সামরিক আদালতে ২ জন সাংবাদিক দণ্ডিত

রাওয়ালপিনডি, ২১ ফেব্রুয়ারি—সামরিক আইন অগ্রাহ্য করে প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে গতকাল বিশেষ সামরিক আদালত দুইজন সাংবাদিককে জরিমানা সহ পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এ'দের একজন স্থানীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক ইনটারউইং-এর সম্পাদক শ্রী এ আর সামসুদ দোহা। তাঁকে তিন বৎসর কারাদণ্ড ও সাত হাজার মারকিন ডলারের তুল্য অর্থ জরিমানা করা হয়। দ্বিতীয় জন ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার-'এর সংবাদদাতা এ সয়ীদ নাজিরুল্লা। তাঁকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার মারকিন ডলারের তুল্য অর্থদণ্ড করা হয়। —ইউ এন আই

শ্রমিক নেতা সহ ২ জন জীপ দুর্ঘটনায় নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি—গত শুক্রবার এক জীপ দুর্ঘটনায় জামসেদপুরের নিকটবর্তী নরবা পাহাড়ের পরমাণু শক্তি কমিশন সংস্থার ২ জন কর্মী নিহত হন। নরবা পাহাড় খনিতে ধর্মঘট অবসানের উদ্দেশ্যে মীমাংসা আলোচনায় যোগ-দানের জন্য কিছু সংখ্যক কর্মী ঐ জীপে ধানবাদ যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় ৯ জন আহত হন।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে একজন শ্রমিক নেতা শ্রীজলন্ধর চৌধুরী। অপরজন হলেন জীপচালক। আহতরা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বলে জানা যায়।

পরলোকে সর্বোদয় নেতা আচার্য হরিহর দাস

কটক, ২১ ফেব্রুয়ারি—সর্বোদয় নেতা আচার্য হরিহর দাস আজ ভোরে মারা গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

ওড়িশার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান এই নেতা সর্বোদয়ের আদর্শে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সেও বহুবার তিনি "পদযাত্রা"য় যোগ দেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে কোনদিন যোগ দেননি।

ভোটের কাজ নিয়ে আশংকা ও বিভ্রান্তি

বিশেষ প্রতিনিধি

"নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যে আমার অনিচ্ছার কারণ হইল আমার ও আমার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার অভাব। আমি সংবাদপত্রে ও দেওয়ালে এই মর্মে পোস্টার দেখিয়াছি যে, যে সরকারী কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যে যোগদান করিবে তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে খতম করা হইবে। এমতাবস্থায় আসন্ন নির্বাচনে আমার নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যে যোগ-দানের অসম্মতির কথা জানাইতেছি এবং আমাকে যেন অনুগ্রহপূর্বক উক্ত কার্যে নিয়োগ না করা হয় তাহাও অনুরোধ করিতেছি।" ইতি

উপরের এই সকাতর অনুনয়পত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক সরকারী কর্মচারীর। আসন্ন নির্বাচনে পোলিং অফিসার হবার জন্য তাঁর কাছে নির্দেশনামা এসেছিল। উত্তরে তিনি এই আবেদন করেছেন তাঁর বিভাগীয় প্রধানের কাছে। শুধু একটি দুটি আবেদন নয়—এমন হাজার হাজার আবেদন এসে জমা পড়ছে বিভিন্ন সরকারী দফতরে। সরকারী কর্মচারীরা আতঙ্কিত। তাঁরা কেউ এবার পোলিং অফিসার হতে রাজি নন। রাজ্য সরকার কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কারণ এখনও পঞ্চাশ হাজারের মত পোলিং অফিসারের ঘাটতি। অনুরোধ, উপরোধ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিছুতেই সরকারী কর্মচারীদের বোঝানো যাচ্ছে না, নিরাপত্তার কোন অভাব হবে না। সরকার সর্বরকম ব্যবস্থাই করবেন পোলিং অফিসারদের নিরাপত্তার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের একজন তরুণ কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। ওঁদের অফিস থেকে বিভাগীয় প্রধান যে বাইশ জনের নাম পোলিং অফিসার হিসাবে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে ওঁর নামও আছে। সখেদে জানালেন, 'দেখুন দেখি কী মুশকিল। আমাকে জিজ্ঞাসাও করা হয়নি আমি যেতে রাজি কিনা। এখন দরজায় দরজায় ঘুরেছি যদি নাম কাটানো যায়। বাড়িতে স্ত্রী কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন।' তরুণটির মুখ দেখে মনে হল চীফ ইলেকটোরাল অফিসারের চিঠিখানি যেন তাঁর ফাঁসির অরডার।

কেন ভয় পাচ্ছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকারের এক প্রবীণ কর্মচারী বললেন, চোখের সামনে রাজারাম বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ড দেখলাম। একটির পর একটি প্রার্থী খতম হচ্ছেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নাহয় পুলিশ প্রহরা থাকল কিন্তু বাড়ি থেকে বের হবার সময় বা বাড়িতে ঢুকবার সময় কে আমাদের নিরাপত্তার গ্যারানটি দেবে?

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বহু কর্মচারী পোলিং অফিসারের নিয়োগ-পত্র নিতে অস্বীকার করছেন। প্রত্যাখ্যাত এই কথাটি লিখে বিভাগীয় প্রধানেরা তা ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

যাঁরা পোলিং অফিসার হতে সম্মতি দিয়েছেন তাঁদেরও কিছু কিছু অভিযোগ আছে। যেমন কর্তব্যরত পোলিং অফিসারের মৃত্যু হলে যে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা তা ওই মৌখিক আশ্বাসেই সীমাবদ্ধ। সরকারী গেজেটে তার স্বীকৃতি নেই। তদুপরি সরকার যদি অফিসারদের মঙ্গল চাইতেন তাহলে বীমা কোমপানি বা বীমা করপোরে-শনের সঙ্গে কথা বলে আরও মোটা টাকার বীমা করিয়ে দিতে পারতেন। নির্বাচনের সময় সর্বত্র কড়া সামরিক পাহারা থাকবে কিনা তার আশ্বাসও থাকত।

একজনের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ভোটগ্রহণে পোলিং অফিসারের কাজের জন্য যে রাহাখরচ নেন, তার বিলের ফরম নিতে হয় রাজ্য সরকারের অফিস থেকে। আগের কয়েকটি নির্বাচনে এই ফরম পাওয়া যায়নি। ফলে রাহাখরচের জন্য অগ্রিম নেওয়া টাকা বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। আর্থিক কোন লাভ নেই ভোটগ্রহণ করতে গেলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশী এটাই ওঁদের বক্তব্য।

অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে কর্মচারী ইউনিয়নগুলির কোন সঠিক ভূমিকা নেই। বেতনবৃদ্ধি আন্দোলনের সময় যেমন তাদের বক্তব্য স্পষ্ট, নির্দেশ সুনির্দিষ্ট সরকারী কর্মচারীরা ভোট-গ্রহণ করতে যাবেন কি যাবেন না এ সম্পর্কে তাঁদের পরিষ্কার মতামত নেই। একজন অফিসার বললেন, সরকারী কর্মচারীরাও নির্বাচন চেয়ে-ছিলেন, এখন দুঃসময় থেকে পিছিয়ে এলে নির্বাচন বানচাল হতে বাধ্য।

বিভিন্ন অফিসে অফিসে ঘুরে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে নির্বাচনে যোগদান সম্পর্কে তাঁরা যেমন আতঙ্কিত তেমনি বিভ্রান্ত।

প্রথম খবর প্রথম পাতায়

ভারতের প্রধান প্রধান সব সংবাদ-পত্রেই শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ বড় হরফে শিরোনাম দিয়ে ছাপা হয়েছে—প্রথম পাতায় প্রথম খবর হিসেবে। কলকাতার সব পত্রিকাই সম্পাদকীয় লিখেছেন হত্যার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে।

নয়াদিল্লির দি টাইমস অব ইনডিয়া তিন কলম শিরোনাম দিয়েছেন: উত্তর কলকাতায় ফরওয়ারড ব্লক প্রধান ছুরিকাঘাতে নিহত।

মাদরাজের দি হিন্দুর শিরোনাম চার কলমে: কলকাতায় ফরওয়ারড ব্লক নেতা খুন।

নয়াদিল্লির দি হিন্দুস্থান টাইমস (উইকলি) চার কলমে খবর দিয়েছেন: কলকাতায় ফরওয়ারড ব্লক নেতা ছুরির ঘায়ে হত।

বোমবাইয়ের দি টাইমস অফ ইনডিয়ার শিরোনাম তিন কলমে: ফরওয়ারড ব্লক চেয়ারম্যান খুন।

বোমবাইয়ে দি ইকনমিক টাইমস চার কলমে খবর দিচ্ছেন: বাংলায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ নতুন করে বেড়েছে। ফরওয়ারড ব্লক নেতা খুন।

কলকাতার রবিবার সব সংবাদপত্রই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছেন। যেমন,

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছেন: আবেগজনিত কণ্ঠে এই করুণ ঘটনা আবেদন জানায়—হিংসার বিরুদ্ধে ভোট দিতে। হিংসার বিরুদ্ধে রায় দিয়েই জনতা নেতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন।

স্টেটসম্যান বলেছেন: রাজ্যে যে বেপরোয়া অন্ধ নৃশংসতা চলছে, তাতে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ত্যাগ ও সেবার মূর্তপ্রতীক—একটি অমূল্য জীবন বলি হল।

'যুগান্তর' বলেছেন: ঘটনার যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, এটা একজন-দুজনের কাজ নয়, অনেকে মিলে বেশ ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা করে এই খুন করেছে। এটা খুবই সম্ভব যে, অপরাধীরা এমন অনেক সূত্র রেখে গেছে যেগুলির ভিত্তিতে এই খুনের কিনারা করা যায়। অপরাধীদের দলের পরিচয় নিতে গিয়ে পুলিশের হাত যেন না কাঁপে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যে বা যারাই করে থাকুক তারা নিজেদের সর্বনাশ করেছে, তারা যদি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই দলের সর্বনাশ করেছে এবং দেশের মানুষের ক্ষমা তারা পাবে না।

হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড বলেছেন: কেবলমাত্র কঠিন ব্যবস্থায় ফল পাওয়া যেতে পারে। অন্য কিছুতে নয়। হেমন্তকুমার বসুকে হত্যার অপরাধ শুধু শাসনযন্ত্রের ওপর বর্তাবে না, যে সব রাজনৈতিক দল হিংসাকে রাজ-নৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে তারাও দায়ী হবেন। তাঁরা যদি হিংসার রাজনীতি থেকে পিছু হটে না আসেন, তবে সমস্যাসংকুল এ রাজ্যে শান্তি আসবে না। অবাধ ও সুশৃংখল নির্বাচনও হবে না।

গ ণ শ ক্তি বলেছেন: ফরওয়ারড ব্লকের সভাপতি প্রবীণ নেতা হেমন্ত-কুমার বসুকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করার ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে সমূহ বিপদ। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, যারা নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চায় না, সেই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনাতেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে—এতে কোন সন্দেহ নেই। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড কোন একটি বিশেষ দলকে উদ্বিগ্ন করবে না, সমস্ত দলমতের মানুষই এই হত্যাভিযানে বিচলিত বোধ করছেন। আমরা এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছি।

হেমন্তকুমার বসুর ন্যায় প্রবীণ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতাকে এই-ভাবে হত্যা করার পিছনে একটা ঘৃণিত চক্রান্ত আছে। সে চক্রান্তের হোতা মার্কিনী গোয়েন্দা দফতরের ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ঘোরতর বিরোধী তাই আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যেই প্রার্থী ও নির্বাচনী কর্মী-দের হত্যার জন্য আক্রমণ করা হচ্ছে। এই হত্যাভিযানে সমাজবিরোধী, দুর্বৃত্ত ও নকশালপন্থী নামধারী এবং এই আক্রমণে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ। আর এই চক্রান্তজাল রচনা করছে সি আই এ।

কালান্তর লিখেছেন: শ্রীহেমন্ত-কুমার বসু নিহত। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব-জ্যেষ্ঠ নেতা খুনীর হাতে প্রাণ দিলেন। কারা খুনী, তাদের পুলিশ খুঁজে বের করুক ও ধরুক। কিন্তু কোন দল খুনী, মানুষ নিজেরাই তাদের ধরে ফেলেছে। কমিউনিসট নামধারী একটি দলের এরূপ কীর্তির কথা লিখতে কমিউনিসট হিসাবে আমাদের মাথা নুয়ে যায়। কমিউনিসট আদর্শকে এমন কলঙ্কিত এবং কমিউনিসটদের এমনভাবে মাথা হেঁট কেউ কোনদিন করেনি।

......নির্বাচন প্রার্থী হেমন্ত বসু খুন হলেন। খুন হল গণতন্ত্র। খুন হল সভ্যতা। খুন হল পিতা।

'খুনের বদলে খুন' শ্লোগান হল সি পি এম-এর। আজ বাংলা দেশ তবে খুনের জন্য রাস্তায় নেমে পড়তে পারে। কিন্তু অন্য কোন দল এবং সাধারণ মানুষ পশু নয় বলেই সি পি এম-এর রাজনীতি নেবে না। সভ্যতার এবং মানবতার সর্বশক্তি নির্ভুল সমাজ-দণ্ডেই খুনীদের শাস্তি দেবে এবং শিক্ষা দেবে।

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

রবীন্দ্র কাব্য সংস্করণ

১১ জানুয়ারির পত্রিকায় পরিহাস বিজল্পিতম্ স্তম্ভে মাধব্য রবীন্দ্র কাব্য সংস্করণে কবিতাগুলি সাজাতে কাল বা গঠনানুক্রমিক রীতি অনুসরণ না করে ভাব বা বিষয়ানুগ নীতি অবলম্বন করার জন্য সম্পাদক অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের দোষ ধরেছেন। ইংরাজ কবিদের লেখা কবিতার সংকলন চার খণ্ডে প্রকাশিত বিখ্যাত গোলডেন ট্রেজারির সঙ্গে শিক্ষিত সকলেই পরিচিত। তার সংগ্রাহক ছিলেন অকস্‌-ফোরডের পোয়েট্রির প্রোফেসার বিখ্যাত কাব্যরসিক পালগ্রেভ (Palgrave)। ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশকালে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবিতা সংগ্রহের বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর কৈফিয়ৎ "ইন দি অ্যারেনজমেনট দি মোসট্‌ পোয়েটি-ক্যাল এফেক্‌টিভ্‌ অরডার হ্যাজ্‌ বিন্‌ অ্যাটেম্‌পটেড্‌......দি পিসেস্‌ হ্যাভ্‌ বিন্‌ অ্যারেনজড্‌ ইন দি গ্রেডে-সান অব ফিলিং অর্‌ সাবজেকট্‌।" চল্লিশ বছরের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই নব প্রবর্তিত ভাব বা বিষয়ানুক্রমিক রীতি অনুসরণ করে মোহিতচন্দ্র অন্যায় কিছু করেননি। ১৯২৮ সালে বিনিয়ন গোলডেন ট্রেজারির পঞ্চম ভাগ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

মোহিতচন্দ্রের সম্পাদিত সংস্করণ রবীন্দ্র সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সংযোজন। কবির বিপক্ষেরা যে সময়ে দলে ভারি সেই সময়ে কাব্যামৃতরসা-স্বাদের সর্বাপেক্ষা অনুকূল রীতিতে কবির প্রায় কুড়িখানি কাব্যের কবিতা-গুলি সাজিয়ে পাঠকদের তারিয়ে তারিয়ে রস গ্রহণ করার সুবিধা করে দিয়েছিলেন মোহিতচন্দ্র। এর ফলে অনেক পাঠকই কবির অনুরাগী হয়ে-ছিলেন। তা ছাড়া গ্রন্থাবলীর দাম সুলভ হওয়ায় তার ব্যাপক প্রচার হয়ে-ছিল। এতে কবির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করে-ছিলেন। কবির উদ্দেশ্যসিদ্ধ হওয়ায় সুলভ মূল্যের এ গ্রন্থাবলী নিঃশেষ হয়ে যাবার পর তিনি আর্থিক ক্ষতির ভয়ে পুনর্মুদ্রণ করেননি। এই সংস্করণটি প্রকাশে পাঠকদের কোন ক্ষতি না হয়ে বরং উপকার হয়েছিল। খুচরা বই বিক্রি কমে যাওয়ায় কবির অবশ্য ক্ষতি হয়েছিল।

উত্তরকালে কবি যে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার পাদ-পীঠ হচ্ছে এই সংস্করণ। এই সংস্করণের প্রচার ও সাফল্য কবিকে উত্তরোত্তর কবিত্বশক্তি বিকাশে উৎসাহ দিয়েছিল — তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছিল। প্রকাশের দশ বছর পরেই কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার পূর্বেই সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং এই সংস্করণ সম্বন্ধে মাধব্য যে সব অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেছেন, সে সবই তাঁর অলীক কল্পনা—তথ্যভিত্তিক নয়। — শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোদপুর, ৯ এম আই জি।

অ্যানড্রুজ সায়েব

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের ১২-২-৭১ তারিখের উপরোক্ত লেখাটি খুবই উপভোগ্য। ঐ লেখায় তিনি অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথ ও গান্ধীজীর একটি সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছেন। ঐ সময়ে ঐ একই বিষয় নিয়ে তাঁহাদের একটি সাক্ষাৎকার আমি দেখেছিলাম। ঐ সাক্ষাৎকারটিতে 'রুদ্ধদ্বারে চারঘন্টাব্যাপী আলোচনা' হয়নি এবং চাবীর ফুটো দিয়ে ভিতরকার অবস্থাটা এক পলক দেখে নেওয়ার কোন আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, ঐ ঘরের সব দরজা খোলা ছিল ও সামনের বারান্দায় অনেকেই ছিলেন, আমিও ছিলাম। মনে পড়ে বারান্দা ও পাশের ঘর থেকে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীমুকুল দে ঐ সাক্ষাৎকারের 'স্কেচ' করেছিলেন। জানতে কৌতূহল হয় যে, আলী সাহেবের লেখা ঐ সাক্ষাৎকার ও আমার দেখা সাক্ষাৎকার একই কিনা। ঐ সাক্ষাৎকারে বিলাতী কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। গান্ধীজী ফিরে যাওয়ার সময় কিছু অত্যুৎসাহী লোক রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনের রাস্তায় বিলাতী কাপড় পুড়িয়েছিল। সেটা অনেকেই অশোভন ও অসৌজন্য-মূলক বলে মনে করেছিলেন।—গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১৯

বাংলাদেশে বাংলা

করপোরেশনে চাকুরী প্রার্থীর জন্য পরীক্ষায় বাংলা ভাষা জানার যে আবশ্যিক রীতি আছে তা তুলে দেবার জন্য কয়েকজন সি-পি-এম কাউনসিলার উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের বক্তব্য কলকাতা কসমোপলিটান নগরী।

বোম্বাইতে স্কুলে পড়তে গেলেও ছাত্রদের মরাঠী বা গুজরাতি পড়া আবশ্যিক। সেখানে করপোরেশনে চাকরি দেবার বেলায় কথা তো ছেড়েই দিন।

এ দেখছি মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। বাঙালী বেকারদের কথা কি তাঁরা ভুলে গেলেন?—বিজন ঘোষ, কলকাতা-১২।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার দমদম এলাকার লাল-বাগানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রীঅসীম রায় নামে এক কিশোর মারা যায়। অচৈতন্য অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডে রাষ্ট্রপতির মর্মবেদনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে যারা অপরাধজনক কার্যকলাপে লিপ্ত আছে তাদের কঠোর হাতে দমন করবার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

কলকাতায় ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি এই মন্তব্য করেন। তিনি শ্রীবসুকে পরম দেশপ্রেমিক বলে আখ্যা দিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ানের কাছে পাঠানো একটি বার্তায় শ্রীগিরি বলেন, শ্রীবসু একটি খুবই ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন বলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। শ্রীবসু ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসে তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে। শ্রীগিরি শ্রীবসুর পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানাতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, পঃ বঙ্গের কিছু অংশে এখন যা ঘটছে তা সকল শুভবুদ্ধির মানুষকে মর্মাহত করতে বাধ্য। যারাই এই কাণ্ড করে বেড়াক না কেন তাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এবং বলেছেন, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে হিংসাকে কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না।

রাষ্ট্রপতির শোকবার্তা

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি রবিবার শ্রীহেমন্তকুমার বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমল বসুর কাছে এক শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন।

জি রামানুজম—আই এন টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রী জি রামানুজম শ্রীহেমন্ত বসুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। গতকাল মাদরাজে শ্রীরামানুজম বলেন, দেশের ওই অংশে সরকারের কোন অস্তিত্বই নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জনসাধারণের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে বাংলা দেশে কিভাবে নির্বাচন সম্ভব?

নিশিথনাথ কুণ্ডু—প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীনিশিথনাথ কুণ্ডু শ্রীহেমন্ত বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, আমি, আমার একজন বন্ধুকে হারালাম, দেশ হারালো এক মহান দেশপ্রেমিককে।

ত্রিগুণা সেন—কোচবিহার থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডে শ্রীত্রিগুণা সেন গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, এই পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে সাহসিকতার সঙ্গে এই খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে শ্রীবসু ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। সাধু চরিত্র এই মানুষটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীবসুকেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হল—এর চেয়ে দুঃখের আর কিছুই হতে পারে না।

শ্রীবসুর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আরও যাঁরা শোক প্রকাশ করেছেন:

দিল্লি জনসংঘের সভাপতি শ্রী এল কে আদবানি, এস এস পি-র যুগ্ম সম্পাদক শ্রী এস ভেঙ্কটরাম, পি এস পি-র জাতীয় কমিটির সদস্য শ্রী বি এম তুকান, স্বতন্ত্র দলের সহ-সভাপতি শ্রী এন দণ্ডেকর।

ডাঙ্গের তারবার্তা

সি পি আই চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গে এইবার এক বিবৃতিতে সারা-ভারত ফরওয়ারড ব্লকের নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর খুনের ঘটনাকে 'অবিশ্বাস্যভাবে নৃশংস মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেন। ফঃ ব্লকের কলকাতা ইউনিটের সম্পাদককে তিনি বোমবাই থেকে এক তারবার্তা পাঠান। সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর শ্রী ডাঙ্গে এখনও বিশ্রামে রয়েছেন।

—ইউ এনআই

সর্বদলীয় সভায় শ্রদ্ধার্ঘ্য / হত্যাকাণ্ডে ধিক্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে এখানে আলিপুরদুয়ার কোরট প্রাঙ্গণে একটি সর্বদলীয় জনসভায় শ্রীহেমন্ত বসুর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

এই জনসভায় সি পি এম ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যোগ দেয়।

জননেতা শ্রীহেমন্ত বসুকে নৃশংসভাবে হত্যার নিন্দা করে বক্তৃতা করেন শ্রীপীযূষকান্তি মুখারজি (নব কংগ্রেস) শ্রীননী ভট্টাচার্য (আর এস পি), শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য (নব কংগ্রেস), শ্রীমতী অনিমা হোড় (আদি কংগ্রেস), শ্রীগোপাল দে (সি পি আই) শ্রীকানাইবল্লভ গোস্বামী (বাংলা কংগ্রেস), শ্রীশচীন গাঙ্গুলি (আদি কংগ্রেস), শ্রীসমীর চক্রবর্তী এবং এস এস পি ও শিক্ষক কাউনসিলের প্রতিনিধিরা।

সভায় দুই মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয়।

বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তৃতায় হেমন্তবাবুর দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা ও নিরলস কর্মের উল্লেখ করেন।

'নিজের এলাকায় পুলিশ প্রহরায় ঘুরতে পারব না'

স্টাফ রিপোরটার

'আমি বাড়িতে অথর্ব হয়ে শুয়ে থাকব, সে-ও ভাল তবু আমার নিজের এলাকা শ্যামপুকুরে পুলিশ পাহারায় ঘুরতে পারব না।'

শনিবার আততায়ীদের হাতে খুন হওয়ার দুদিন আগে শ্রীহেমন্তকুমার বসু পুলিশের কাছে একথা বলেছিলেন।

পুলিশের সূত্রে জানা যায় ১৮ ফেব্রুয়ারি হেমন্তবাবু শ্যামপুকুর থানার জনৈক পুলিশ অফিসারের কাছে জানান যে, তর দল—ফরওয়ারড ব্লকের স্বেচ্ছাসেবকরা এই এলাকায় পোসটার লাগাতে গিয়ে বাধা পাচ্ছেন। অনেক জায়গায় তাদের ভয়ও দেখানো হচ্ছে।

তখন ওই পুলিশ অফিসার হেমন্তবাবুর কাছে জানতে চান তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য পুলিশ দরকার কিনা?—উত্তরে হেমন্তবাবু 'আমার পুলিশ দরকার নেই' বলে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

নির্বাচন হতেই হবে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

গণতন্ত্রকে রক্ষার অন্য পন্থা আর কিছু নেই।

ইউ এল ডি এফ নেতারা তাঁদের দীর্ঘ বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে "কতকগুলি সরকারী মহলের উসকানিতে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। হেমন্তকুমার বসুর বীভৎস হত্যাকাণ্ডকেও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক প্রভৃতি দলের নেতারা এই বিবৃতিতে নাম না করে সি পি এম সম্পর্কে বলেছেন: কিছু রাজনৈতিক মহল নির্বাচনে বিপর্যয়ের আশংকায় হেমন্ত বসুর মত প্রার্থীদের হত্যা করেও রাজ্যের নির্বাচন বন্ধ করতে চাইছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে: এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতই যে শ্রীবসুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁরা সি পি এম-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলেই লোকে জানে।

ইউ এল ডি এফ বলেছেন, প্রার্থী এবং অন্যান্য বেসরকারী ব্যক্তিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা বা নিরাসক্তভাবে খুনী এবং নির্বাচন ভঙ্গকারীদের দাবিকেই সাহায্য করেছে। 'খুন এবং ভয় দেখিয়ে নির্বাচন স্থগিত রাখার জঘন্য প্রয়াসকে জনগণ ব্যর্থ করবেই। সরকারের কাছে জনগণ নিশ্চয়ই প্রার্থী, নির্বাচন কর্মী এবং ভোটারদের নিরাপত্তার কার্যকর ব্যবস্থা দাবি করবে। কিন্তু এই খুনের রাজনীতি যাতে শেষ হয়, গণতান্ত্রিক জীবনধারা যাতে ফিরে আসে তার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য এবং জনগণকেও সেজন্য সংগঠিত হতে হবে।"

দমদমের বক্তৃতা 'অত্যন্ত বিকৃত' করে প্রচার করা হয়েছে

—জ্যোতি বসুর চিঠি

সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবনের কাছে এক চিঠিতে তাঁর দমদমের বক্তৃতা সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তা "অত্যন্ত বিকৃত" বলে মত প্রকাশ করেন। ওই রিপোরটে শ্রীবসু পুলিশকে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

শ্রীরাঘবন ওই রিপোরট সম্পর্কে শ্রীবসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর উত্তর চান।

রবিবার ইউ এন আই জানান, শ্রীবসু মুখ্য নির্বাচন অফিসারের চিঠিতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এর উদ্দেশ্য নির্বাচনের আগে আমার দলকে হেয় করা।

শ্রীবসু বলেন, তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতির শাসনকালে তাঁর দলের প্রায় ১৯০ জন সদস্য ও সমর্থক পুলিশ, নকশালপন্থী এবং অন্যান্য সমাজবিরোধীদের দ্বারা (কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং পুলিশের একাংশের সমর্থনে) নিহত এবং অন্যান্য অনেকে আহত হয়েছেন। আমি চেয়েছিলাম যে যুবকরা যেন গুণ্ডামির জবাব গুণ্ডামি দিয়ে না দেন কারণ জনগণের জন্য আমাদের অনেক গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আমি তাঁদের যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাই যাতে হত্যাকারীরা যেন বুঝতে পারে যে, তাদেরও প্রাণ হারাণোর ভয় আছে। এটি একটি পবিত্র অধিকার, এ অধিকার কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। কাপুরুষ গুণ্ডারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে বোমা, পিস্তল, ছোরা ব্যবহার করে তখন আমাদের কি করতে হবে তাই আমি ভেবে অবাক হই।

শ্রীবসু জনসভায় একথাও বলেছিলেন, একটি সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি অসত্য সংবাদ বেরিয়েছে যে, সি পি এম একটি সশস্ত্র ভ্রাম্যমাণ পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। তাঁর দলও এই সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্য সচিব একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তকে ওই রিপোরট সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য চিঠি লেখেন।

> **মিলিটারি টহল জোরদার**
>
> স্টাফ রিপোরটার
>
> রবিবার থেকে সারা পশ্চিম বাংলায় মিলিটারি টহল আরও বাড়ানো হয়েছে। শনিবার কলকাতায় শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের পরই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়।
>
> কলকাতা ও শহরতলির কয়েকটি বিশেষ বিশেষ এলাকায় সারা দিনরাত মিলিটারি টহল চলছে।

মিছিলের পায়ে পায়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

সরণি পেরিয়ে বসু মিত্র লেন আর শিবদাস ভাদুড়ী রোডকে বাঁয়ে রেখে দেশবন্ধু পারকের দিকে এগিয়ে চললো। ঘড়িতে তখন এগারোটা দশ। কথা ছিল, দেশবন্ধু পারকের ভিতর শবাধার নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তা আর হল না। ভিড়ের চাপে মিছিল পারকে ডানহাতে রেখে সোজা চলে গেল আর জি কর রোডের দিকে। তারপর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ঘুরে আবার বিধান সরণি। সেখানে নেতাজীর মূর্তির পাদদেশে ক্ষণ-বিশ্রাম। নেতাজী আর তার অন্তরঙ্গ সহকর্মী মুখোমুখি।

শকটের সামনে মিছিল, পেছনে মিছিল। ডানে বাঁয়ে হাজার হাজার দর্শনার্থী। মাথার উপর আকাশ-ছোঁয়া ছাদে গাড়ি-বারান্দার চিলে কুঠিতে, ল্যাম্পপোসটে, গাছের মগডালে। কোথায় নয়। শুধু মানুষ আর মানুষ। কারো চোখে জল। কেউ শোকে নির্বাক। মিছিলের আগেভাগে এক সি পি এম ছাড়া সব পারটির নেতারা, স্বেচ্ছাসেবকরা। হাতে পারটি কেসটুন। বুকে কালো পতাকা। পেছনেও তাই।

> **বুধবার শোক সভা**
>
> **আগামী বুধবার বিকালে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে স্বর্গত হেমন্তকুমার বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নাগরিকদের একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীঅজয় মুখারজি ওই সভার সভাপতিত্ব করতে পারেন। উত্তরবঙ্গ থেকে তিনি ফিরলে তা পাকা হবে।**

শবাধার শকটে রয়েছেন অমর চক্রবর্তী, ভক্তি মণ্ডল, কানাই ভট্টাচার্য, শৈলেন দে, নলিনী গুহ, অনাদি দাস এবং বরদা মুকুটমণি। আরও অনেকে পায়ে হেঁটে অশোক ঘোষ, নিখিল দাস, অশোক দাশগুপ্ত, নান্টু ঘোষ, চিত্ত বোস, অক্ষয় দে, গণপতি শূর, মণি সান্যাল আরও জানা অজানা অনেক নেতারা। মিছিল এগোচ্ছে আর লোকও বাড়ছে। কাউকে ডাকতে হয়নি। আপনিই মিছিলে যোগ দিতে এগিয়ে আসছেন। দুপুরের চড়া রোদ উপেক্ষা করে সকলেই এগিয়ে চলেছেন।

শোক মিছিল কলেজ স্কোয়ারে এল কাঁটায় কাঁটায় একটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডান হাতে রেখে মির্জাপুর স্ট্রীট বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ধরে চিত্তরঞ্জন এভিন্যু পেরিয়ে ফরওয়ারড ব্লকের পারটি অফিসের সামনে দিয়ে সোজা এগিয়ে চললো। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের মুখে মিছিলের একাংশ তখন রীতিমত সরব। 'হেমন্তদা অমর রহে' ইত্যাদি।

দুটো পনেরোয় মিছিল চৌরঙ্গী-রেড রোডের উপর নেতাজী স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে পড়লো। নেতাজীর সামনে তাঁর সহকর্মীর শবাধার রাখা হল। ধ্বনি উঠলো—নেতাজী জিন্দাবাদ, হেমন্তদা জিন্দাবাদ।' সওয়া তিনটেয় এলগিন রোডের নেতাজী ভবন। কতবার এইখানে তিনি এসেছেন, কত স্মৃতি এই বাড়ি ঘিরে। আর আজ? এলেন, কিন্তু অন্যভাবে। তারপর আশু মুখারজি রোড ধরে সোজা এগিয়ে চললো। সাড়ে চারটায় শ্যামাপ্রসাদ মুখারজি রোড আর কালীঘাটের সংযোগস্থল। সে একই দৃশ্য। অজস্র ফুল, মালা, অশ্রুবর্ষণ মহান নেতার উদ্দেশে। এ প্রান্ত সে প্রান্ত শুধু মানুষের মাথা। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কাছে মিছিলটা যেমন কিছুটা হালকা হয়েছিল, ভবানীপুরের কাছে এসে তেমনি ভিড়। কালীঘাট ব্রিজের কাছে কেওড়াতলা শ্মশান—ভিড় যেন উপচে পড়লো। পাঁচটা দশ মিনিটে মহান নেতার মহাপ্রয়াণ।

—শুভ্রাংশু গুপ্ত

গুলি ছোঁড়াও হয়েছিল, হাতেনাতে ধরাও পড়েছে

—সি পি এম কাউনসিলার

কলকাতা করপোরেশনের মারকসবাদী কমিউনিস্ট পারটির কাউনসিলর শ্রীঅশোক দত্ত রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন: "গত ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের সময় আমার বাড়িতেই নকশাল নামধারী দুর্বৃত্তরা আমাকে হত্যার জন্য লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। অল্পের জন্য আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। দুজন আক্রমণকারীকে ছুরিসহ তৎক্ষণাৎই হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। এবং পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করে মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যে বিবৃতি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য।

"কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই হত্যা প্রচেষ্টার জঘন্য ঘটনাকে অস্বীকার করে রেডিও মারফত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসত্য প্রচার করা হচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার বলেছেন, তিনি আমার স্ত্রীর সাথে নাকি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য যোগাযোগ করেছিলেন ও ফোনে কথা বলেছেন। এই ভাবে যাচাই করে পুলিশ কমিশনার বলেছেন প্রমোদ দাশগুপ্তের বিবৃতি অসত্য। পুলিশ কমিশনার এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন জেনে আমি আরও বিস্মিত হয়েছি। কারণ আমি অবিবাহিত। পুলিশ কমিশনার কোথা থেকে আমার স্ত্রী আবিষ্কার করলেন।

ময়দানে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে। গুরু-শিষ্য দুজনেই অপলক। —নিজস্ব-চিত্র

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বন্ধের কথা ভাবছি না —সেনবর্মা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি—মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা আজ সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে তিনি এখনই পশ্চিমবাংলার সব নির্বাচন স্থগিত রাখার বিষয়ে চিন্তা করছেন না।

কলকাতা ও আশেপাশে অরাজক অবস্থা এবং শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন স্থগিত রাখা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শ্রীসেনবরমা ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন আইন ও শৃংখলাজনিত অবস্থা এখনই খারাপ হয় নি, অনেকদিন আগে থেকেই খারাপ হয়েছে।

শ্রীসেনবরমা বলেন, পশ্চিমবাংলায় এখন রাষ্ট্রপতির শাসন রয়েছে। সুতরাং নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে কি না তা রাষ্ট্রপতিই স্থির করবেন। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আমি সেরকম কোন অনুরোধ পাই নি। তিনি আরও জানান, পশ্চিমবাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নির্বাচনী আয়োজনের জন্য তার ২জন অফিসার এখন কলকাতায় রয়েছেন।

তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই অপরাধ সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন চরম বেদনাদায়ক ও অর্থহীন।

আরও একজন গ্রেফতার

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

কমিশনার শ্রীদেবী রায় বলেন, হেমন্তবাবুকে হত্যার ব্যাপারে এপর্যন্ত যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

শ্রীরায় জানান, শনিবার শ্রীপ্রবাল দেব ও শ্রীঅশোক ঘোষাল নামে যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কোনরকম বিবৃতির ভিত্তিতে রবিবার ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যসূত্রে পুলিশ খবর পেয়েই তাকে ধরেছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল রবিবার যে যুবকটি ধরা পড়েছে তার নাম কি?

শ্রীরায়: ধৃত যুবকের নাম আমরা জানি, কিন্তু এই পর্যায়ে আমরা তার নাম প্রকাশ করব না। এতে তদন্তের অসুবিধা হবে।

প্রশ্ন: ধৃত যুবকটি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত কিনা?

শ্রীরায়: সেটাও আমরা কিছু বলব না।

প্রশ্ন: হেমন্তবাবুকে হত্যার পর চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড কিনারার ব্যাপারে পুলিশের অগ্রগতি কতটুকু?

শ্রীরায়: এই পর্যায়ে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে—তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত ময়না তদন্তের রিপোরট আমাদের হাতে আসেনি।

শ্রীরায় জানান, ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে শ্যামপুকুর, বড়তলা ও জোড়াবাগান থানার উদ্যোগে রবিবার ব্যাপক তল্লাসি চালানো হয়েছে।

শ্যামপুকুর থানার ফুলবাগান এলাকায় ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ২১টি গ্রেনেড তৈরির খালি খোলস এবং ১টি 'সোরড' উদ্ধার করেছে। এব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ৫০ জনকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। শ্রীরায় জানান, ওদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে কয়েকটি অপরাধের অভিযোগ আছে।

জোড়াবাগান থানা এলাকাতেও শনিবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত পুলিশ ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে ২৪০টি তাজা বোমা এবং একটি পাইপগান উদ্ধার করেছে। এব্যাপারে ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের কাছে খবর এসেছিল যে, এই এলাকায় বহু বাইরের লোক লুকিয়ে আছে।

বড়তলা থানা এলাকার বিডন স্ট্রিটের একটি বাড়ি থেকে পুলিশ বেলা ১১টার সময় একটি পাইপগান, ১টি কারতুজ ও কয়েকটি তাজা বোমা পেয়েছে।

জোড়াবাগান কেন্দ্রের দুজন প্রার্থী পুলিশ প্রহরা চেয়েছেন

কলকাতার জোড়াবাগান কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীধীরেন মোদক এবং মানিকতলা কেন্দ্রের আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশান্তি সিংহ রায় তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ পাহারা চেয়েছেন।

রবিবার কলকাতা পুলিশের একজন মুখপাত্র ওই সংবাদ দিয়ে বলেন, ওই দুজন প্রার্থীকে পুলিশ দেওয়াও হয়েছে।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ দাবি

পি এস পি-র রাজ্য শাখার সম্পাদক ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীসমর গুহ শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোরট এবং এই সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের নাম ও দলীয় পরিচয় প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারকে দাবি জানিয়েছেন।

রবিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ প্রার্থীদের নিরাপত্তার জন্য এসব তথ্য জানা খুবই দরকার।

গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার সি পি এম-এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি জনগণের কাছে আবেদন জানান।

উলুবেড়িয়ায়

সি পি এম-ফরওয়ারড ব্লক সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোরটার

প্রবীণ জননেতা শ্রীহেমন্ত বসুকে হত্যার প্রতিবাদে রবিবার কলকাতা এবং শহরতলিতে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী সভায় শোক প্রকাশ করা হয়, ধিক্কার ধ্বনি ওঠে। সারাদিন ছোট ছোট বহু মিছিলও বের হয়। আর এই নিয়ে কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ হয় অন্যান্যদের সি পি এম-এর সমর্থকদের সঙ্গে।

উলুবেড়িয়ায়

এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ উলুবেড়িয়া থানার প্যালোরা গ্রামে ফরওয়ারড ব্লক এবং সি পি এম সমর্থক অভিহিত দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া যায়। সংঘর্ষে ফরওয়ারড ব্লক সমর্থক বলে অভিহিত ৫ জন এবং সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত ২ জন আহত হন। পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে এরূপ অভিযোগ পাওয়া যায়, শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফরওয়ারড ব্লকের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। ওই মিছিল আক্রান্ত হয় এবং দু দলে লড়াই বাধে।

উলুবেড়িয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং ৫ জনকে গ্রেফতার করে।

ত্রিবেণীতে ফরওয়ারড ব্লককর্মী আক্রান্ত

চুঁচুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এদিন ত্রিবেণীতে ফরওয়ারড ব্লক-কর্মীরা যখন মাইক করে সোমবারের বাংলা বন্ধের প্রচার করছিলেন তখন তাঁদের আক্রমণ করা হয়। শ্রীতারাপদ দে গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আক্রমণকারীরা সি পি এম সমর্থক।

কলকাতায় এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ছোট ছোট স্কোয়াড মিছিল করেন। তাঁরা সর্বত্রই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে ধ্বনি দেন।

বাংলা কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক প্রভৃতি দল বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল করে আজ সোমবার বাংলা বন্ধ পালনের আহ্বান জানান।

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এদিন বারাকপুর মহকুমার দমদম থেকে শুরু করে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে মিছিলে এই ঘৃণ্য হত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়।

কয়েকটি শোক সভায় সি পি আই, কংগ্রেস, ফরোয়ারড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শ্রীবসুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং হত্যাকারীর শাস্তি দাবি করা হয়।

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে

আজ সোমবার আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। রাতের তাপমাত্রায় তেমন কোন হেরফের হবে না।

রবিবার সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপ ছিল যথাক্রমে ৩০.৪ ডিঃ সেঃ ও ১৮.৫ ডিঃ সেঃ। বৃষ্টিপাত হয়নি।

ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

মুজিবর ছয়দফা দাবিতে অটল

করাচি, ২১ ফেব্রুয়ারি—প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান ২২ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রিসভা সেক্রেটারিয়েটের এক ইস্তাহারে বলা হয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা কর্মসূচী পরিবর্তনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী সংবিধানে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে।

শ্রীরহমান কোন কোন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতার মনোভাবকে 'বাধা সৃষ্টিকারী' বলে উল্লেখ করেন। উনি অবশ্য সেই নেতাদের নাম বলেননি।

এদিকে আবার পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পারটির পরিষদীয় সদস্যগণ, পারটির চেয়ারম্যান শ্রী ভুট্টোর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং পরিষদ থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রী ভুট্টো ৩ মারচ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা, তা বয়কট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

—এ এ ফ পি—ইউ এন আই

১৬জন বন্দীর পলায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

পলাতক বন্দীকে পাকড়াও করে। ধৃত পাঁচ জনের নাম সর্বশ্রী দুলাল চন্দ, পাঞ্জাব রাও, নৃপেন দে মোহন কর্মকার এবং কালু রাউত। পলাতক অধিকাংশ বন্দী খুন, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ ও বিস্ফোরক পদার্থ সংক্রান্ত মামলার আসামী বলে জেলসূত্রে অভিযোগ করা হয়।

আজ সারা রাত ধরে ফেরার বন্দীদের খোঁজে তল্লাসি চালানো হচ্ছে।

এই জেলে কর্তৃপক্ষের অগোচরে বিচারাধীন বন্দীদের সঙ্গে বে-আইনীভাবে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল বলে জনৈক সরকারী মুখপাত্র অভিযোগ করেন।

পি টি আই অধিক রাতে জানায়, জেল থেকে পলাতক বন্দীর সংখ্যা ২৩।

বেহালা পুলিশ ক্যাম্প থেকে ৯টি রাইফেল চুরি

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

চুরি করে। যুবকেরা সংখ্যায় প্রায় ১৬ জনের মত ছিল।

ওই ঘটনার পর পুলিশ এক বিরাট এলাকা জুড়ে তল্লাসী শুরু করে। তল্লাসী চালানোর জন্য রবিবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

রাত্রে খবর পাওয়া যায় যে, পুলিশ এ সম্পর্কে ৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। অপহৃত একটি রাইফেলও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানায়।

কারফু ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ

স্থানীয় সি পি এম নেতা সর্বশ্রী রবীন মুখারজি এবং নিরঞ্জন মুখারজি রাইফেল চুরির পরিপ্রেক্ষিতে বেহালায় কারফু জারি ও যুবকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি—১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানে শহীদ দিবস পালন করা হয়। পাকিস্তান বেতার থেকে এই খবর প্রচারিত হয়েছে।

ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান একটি মশাল শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে তিনি বলেন—কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা জনগণের রায় মেনে নেয়নি। আগামী দিনগুলিতে জনসাধারণকে আরও বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হতে পারে।

তিনি আরও বলেন যে—কায়েমী স্বার্থভোগীরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। কিন্তু জনসাধারণ আর তা সহ্য করবেন না। সেজন্যই ঐক্যের প্রয়োজন আরও বেশি।

শেখ বলেন—শহীদরা যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেই শহীদদের স্মৃতিতে সবচেয়ে ভালভাবে শ্রদ্ধা নিবেদিত হবে।

—ইউ এন আই

সাতের নামতা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

জনতার চোখের জলে জননেতার শেষ বিদায়

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

অ্যাভিনিউ ধরে উত্তর কলকাতার দিকে।

শ্যামপুকুরে

বিভিন্ন পথ ঘুরে বেলা সাড়ে দশটায় শোক মিছিল স্বর্গত শ্রীবসুর নির্বাচনী এলাকা শ্যামপুকুরে গিয়ে পৌঁছে।

সারাটি অঞ্চল জুড়ে বিজ্ঞাপনী বিচিত্র পোসটারের ছয়লাপ, "সিংহ চিহ্নে ছাপ দিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনট মনোনীত ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী শ্রীহেমন্ত বসুকে জয়যুক্ত করুন"—আবেদন জানিয়ে রকমারি পোসটার দেওয়ালে লিখন চারদিকে।

৩৪ নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে যে বনেদী বাড়ির ফটকের মুখে রাস্তার যেখানে শ্রীবসু আক্রান্ত হন, সেখানে দেখলাম রক্তের ধারা জমাট হয়ে রয়েছে। ইট দিয়ে পুলিশ ঘিরে রেখেছে, কয়েকটি তরুণ শাবল গাঁইতি দিয়ে তার চারদিকে গর্ত করে খুঁটি পুঁততে শুরু করেছেন, স্মৃতিবেদী করার ইচ্ছায়। কাছেই পত্রহীন পলাশের রাঙাফুলের মেলা।

মিছিল নানা গলিপথ ঘুরে ২ নং শ্রীকৃষ্ণ লেনে শ্রীবসুর বাসভবনে যায়। তখন বেলা পৌনে এগারোটা। অকৃতদার হেমন্তবাবু মেজদা শ্রীবিষ্ণুদাস বসুর বাড়িতে থাকতেন। মরদেহ বাড়ির সামনে নামালে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তাঁর মাতৃসমা মেজবৌদি শ্রীমতী উমা বসু কান্নায় আছড়ে পড়েন। শ্রীবসুর আরও দুই বৃদ্ধ দাদা, ছোট ভাই বহু আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর কান্নার রোল ওঠে। আশপাশের বাড়ি থেকে পুষ্প বর্ষণ করা হয়। অজস্র পুষ্পমাল্য ও স্তবকে শবাধার ভরে যায়।

দেশবন্ধু পারকে

শ্যামপুকুরে সুভাষ করনার হয়ে শোক-মিছিল দেশবন্ধু পারকে নিয়ে যাওয়া হয়, আগে হতেই পারকের সামনে রাস্তার উপরে একটি শহীদ বেদী স্থাপন করা হয়েছিল। পুষ্পমাল্য, স্তবক ও ধূপ-দীপ ইত্যাদি নানা উপচার নিয়ে হাজার হাজার মানুষ সকাল থেকে সেখানে অপেক্ষমান। সাড়ে এগারোটায় মিছিল উপনীত হলে 'হেমন্তদা অমর রহে' ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে শোকবিহ্বল জনতা পুষ্পবর্ষণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মরদেহবাহী লরি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মিছিল এগিয়ে যায় পাঁচ-মাথার মোড়ে।

নেতাজীর অশ্বারূঢ় মূর্তির পাদদেশে অন্তিম শয়নে তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামী। মূর্তি স্থাপনের দিন থেকে প্রতি বছর হেমন্তবাবু এই মূর্তিতে মালা দিয়েছেন নেতাজীর পুণ্য জন্মদিবসে। এই গত ২৩ জানুয়ারিতেও। এদিন কিন্তু মালা দিতে নয়, মালা নিয়েই গেলেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণে

এরপর বিধান সরণি ধরে মিছিল সোজা দক্ষিণমুখী। কলেজ স্ট্রীট পার হয়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীটে সি পি আই অফিসের সামনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সি পি আই নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখারজি, শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ মরদেহে মালা দেন। সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএ ফরওয়ারড ব্লক অফিসের সামনে শোক মিছিল আসে। নেতৃবৃন্দ মালা ও স্তবক দেবার পর আবার যাত্রা শুরু। এসপ্লানেড হয়ে রাজভবনের সামনে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে সামান্য বিরতি। তারপর রেড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড ধরে এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে। তখন বিকাল সাড়ে তিনটা।

নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ও নেতাজীর বহু আত্মীয়স্বজন আগে হতেই পুষ্পার্ঘ্য হাতে অপেক্ষা করছিলেন নেতাজী ভবনের প্রবেশপথে। শোক মিছিল থামতে বর্ষীয়ান শ্রীবসু লরিতে শায়িত মরদেহ দেখে কেঁদে ফেলেন। পুষ্প বলয় অর্পণ করে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বলেন, এই বয়োবৃদ্ধ সহজ সরল লোকটিকে খুন করে কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বুঝি না। যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা ব্যর্থ হবেই। ওই সময় মহিলাদের অনেককে কাঁদতে দেখা যায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সহযোগী হেমন্তবাবু দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের মন্ত্র নিতে এই ভবনে তাঁর রাজনৈতিক গুরুর সান্নিধ্যে কত দিন কাটিয়েছেন। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরও কত এসেছেন নানা অনুষ্ঠানে। আজ বুঝি শেষ নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

এর পর মিছিল এগিয়ে যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পথে। দুপুর হতে সারা দক্ষিণ কলকাতা যেন পথে নেমে পড়ে। জগুবাবুর বাজার হতে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড় সর্বত্র শোকাকুল জনতা যেন বিশাল জনসমুদ্র। ছাদ বারান্দা অলিন্দ কোথাও তিল ধারণের ঠাঁইটুকু নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ।

মহাশ্মশানে

ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উপনীত হয়। আদি গঙ্গাতীরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিমন্দিরের সামনে সবুজ ঘাসে ঘেরা চিতাশয্যা প্রস্তুত। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনীকে হিমসিম খেতে হয়। স্মৃতিমন্দিরের ছাদে, আশপাশের বাড়ির বারান্দায়, অলিন্দে শোকাকুল জনতার সমাবেশ।

পুরোহিতের শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী চিতাশয্যার পুণ্য গঙ্গোদক ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গীতা ও উপনিষদের শ্লোক পাঠের মধ্যে সন্ধ্যা পৌনে ছটায় মুখাগ্নি করেন স্বর্গত বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকান্তি বসু। ওই সময় বন্দে মাতরম্, জয়হিন্দ ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলেন শোকাকুল জনতা। দেখতে দেখতে লেলিহান অগ্নিশিখায় মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

মহাজাতি সদনে, দেশবন্ধু পারকে, কেওড়াতলায় অথবা মিছিলে যোগ দিয়ে যাঁরা শ্রদ্ধা জানান তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅশোক সেন, শ্রীমতী পুরবী মুখারজি, শ্রীগণপতি শুর, অধ্যাপক নির্মল বসু, শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রীমতী ইলা মিত্র, শ্রীমণি সান্যাল, শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও শ্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখ। যে সব সংস্থার পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনটের সব কয়টি দল, আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, জনসংঘ, ছাত্র পরিষদ আনন্দবাজার হিন্দুস্থান দেশ, সুরেশ সংগীত সংসদ ও বসুমতী কর্মী সংঘ ইত্যাদি।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বোমাসহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

রবিবার কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের কাছে বোমা-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ফরওয়ারড ব্লক সূত্রে জানানো হয়।

হেমন্তবাবুর শবদেহ নিয়ে শোক মিছিলটি শ্মশানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ব্যক্তি যুবকটিকে ধরে ফেলেন। পরে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

মিছিল লক্ষ্য করে ইঁট নিক্ষেপ

শোক মিছিলটি মধ্য কলকাতার ...

জানায়।

এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গুলি, বোমা ও ছুরিকাঘাতে আহত

এছাড়া এদিন দমদম রোডে শ্রীদুলাল মজুমদার (২৮) নামে এক যুবকও গুলিবিদ্ধ হন। নয়নচাঁদ স্ট্রিটে শ্রীদিলীপ রায় (২৮) নামে আর একজন বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন। শ্রীঅশোক দাস (১৪) নামে ...

নিন্দা, শোক

স্টাফ রিপোরটার

রবিবারও দলমতনির্বিশেষে সর্বস্তরের লোক বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করার দাবি ওঠে।

উপযুক্ত তদন্তের দাবিতে মেয়র

কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এক বিবৃতিতে শ্রীহেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানান। তিনি মনে করেন গত দশ মাস যাবৎ বাংলাদেশে যে গুপ্ত-হত্যার অভিযান সুপরিকল্পিতভাবে চালানো হয়েছে, বর্তমান ঘটনা তারই অংশ।

হিন্দু মহাসভার শোক

হিন্দু মহাসভা রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী এক বিবৃতিতে পরলোকগত জননেতাকে 'সততার নিদর্শন' বলে অভিহিত করেন। বিবৃতিতে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।

কলকাতা সাধারণ রিলিফ কমিটি

কলকাতা সাধারণ রিলিফ কমিটির কর্মপরিষদ রবিবার সকালে কমিটির অফিস-ভবনে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে কমিটির সভাপতি হেমন্তকুমার বসুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় হেমন্তবাবুর মৃত্যুতে বাংলার রাজনৈতিক, বিশেষ করে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হল, তা পূরণ করা সহজ হবে না।

ডঃ প্রতাপ গুহ রায়

রাজ্য বিধান পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় শ্রীবসুর হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, এর পর নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

তিনি বলেন, আমি আগেও নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আবারও রাষ্ট্রপতিকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

আই এন টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীকালী মুখারজি এক বিবৃতিতে শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যার নিন্দা করেছেন। ন্যাশনাল ফ্রনট অফ ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনরেন সেন এক বিবৃতিতে শ্রীবসুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি জানান, শ্রীবসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২২ ফেব্রুয়ারি হাওড়া ময়দানে আয়োজিত তাঁদের সংগঠনের প্রকাশ্য সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হল।

ন্যাশনালিসট ইয়ুথ লীগের পক্ষ থেকেও শ্রীবসুর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এছাড়া পঃ বঃ জুনিয়র টেকনিক্যাল ছাত্র সমিতি, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সেনট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক স্টুডেনটস ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল ওয়ারকমেনস ফেডারেশন, প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল সোস্যাল সারভিস সেনটার, কালীঘাট যুব কংগ্রেস (আদি), পি ডবলিউ ডি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সুর এনামেল শ্রমিক ইউনিয়ন, ভারত টিন অ্যানড এনামেল কোমপানি শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যানারজি চক্রবর্তী অ্যানড কোমপানি শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্রুস্টার এনামেল ওয়্যার শ্রমিক ইউনিয়ন, সি এস এম কোমপানি করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ছাত্র সংসদ, সুরবিতান, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন, সাঁত্রাগাছি-ফলতা বোর্ড ডেভলপমেনট কমিটি, কলকাতা টেনানটস অ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি (আদি), ডাঃ কে পি ঘোষ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি, আর সি পি আই রাজ্য শাখার পক্ষে (কুমার গোষ্ঠী) শ্রীবিমলানন্দ মুখারজি প্রমুখ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

প শি ম ব ঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক পর্ষদ ক্যালকাটা লাইব্রেরি সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ ভেনডারস অ্যাসোসিয়েশন, দেবেন দে মেমোরিয়াল কমিটি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান।

প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত শ্রীহেমন্ত বসুর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ দিনের সংগ্রামী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দার ভাষা নেই। তিনি নিরলসভাবে সারা জীবন দেশের কাজ করে গিয়েছেন।

স্টেট ব্যাংক অফ ইনডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা করপোরেশন কালেকশন বিভাগ এমপলয়িজ ইউনিয়ন, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ সুভাষ সেবা দল, ফেডারেশন অফ মা র কে ন টা ই ল এমপলয়িজ ইউনিয়ন, মারকবাদী ফরওয়ারড ব্লক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতিও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি এবং মাতঙ্গিনী হাজরা জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক জননেতা হেমন্তকুমার বসুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, এবং হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ রোধে সরকারকে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

শ্রমিক নেতা শ্রীরজনী মুখারজি শ্রীহেমন্তকুমার বসুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, শ্রীবসুর হত্যাকাণ্ড থেকে জনমানসে বর্তমান খুনের রাজনীতি বন্ধ করার ব্যাপারে সচেতনতা দেখা দেবে।

সাবরডিনেট ফুড ও সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের নিন্দা

ওয়েসট বেঙ্গল সাবরডিনেট ফুড ও সাপ্লাই সারভিস অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে শ্রীবসুর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (মারকসবাদী)-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজকে এই ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপের প্রতিবাদে সারা বাংলার সর্বাত্মক ধর্মঘট করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

উত্তর হাওড়ায় শোক মিছিল

রবিবার বিকালে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তর হাওড়ায় এক শোক মিছিল বের করা হয়। সি পি এম-কে বর্তমান খুনের রাজনীতির জন্য দায়ী করে মিছিলে যোগদানকারী যুবকেরা নানারকম ... শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করে।

দি টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পাবলিক টেণ্ডার নং পার। স্ক্র্যাপ। ২।৭১

টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বিভিন্ন শ্রেণীর স্ক্র্যাপ বিক্রয়

১। টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড ... ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থিত শ' ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং ... ১১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের যে কোন ... ১০টা ও বেলা ১২টার মধ্যে ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ...

২। বিক্রয় যেখানে যেরূপ আছে ভিত্তিতে ... জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখের স্টক তদুপরি ... পরিমাণের একাংশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে ... দেওয়া হইল।

৩। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে আগ্রহী ... দফাগুলি কলিকাতার ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থিত টি ... লাভের পর টিনপ্লেট কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ... পারেন।

ক্রঃ নং	স্ক্র্যাপের শ্রেণী	বিক্রেয় আনুঃ পরিমাণ মেঃ/টন	৩১-১-৭১ তারিখে স্টকের পরিমাণ মেঃ/টন	মাসিক পরিমাণ মেঃ/টন
১।	এইচ বি থিন	২০২৫	১০৪০	৪৫,৭০০
২।	এইচ বি থিক			
	(ক) ৪০ মিমি-এর উপর	১৬১০	৮০০	২৩,০০০
	(খ) ৪০ মিমি-এর নীচে	৫৪৭	৩০০	৪,৬০০
৩।	ক্রপ এণ্ড	৩৫০	২০০	৪,৬০০
৪।	টিনবার কাটিং	৭৫০	৫৫০	১০,৫০০
৫।	পি বি স্ক্র্যাপ	৩৭৫০	৩৬৫০	২৬,৮০০
৬।	টিনড স্ট্রিপ	২৭৫	৫০	১০,২০০
৭।	টিন স্ক্র্যাপ	১৩৫	১০০	১,৯০০

দ্রষ্টব্যঃ উপরে যে পরিমাণ উল্লেখিত হইয়াছে, ... পক্ষে যে পরিমাণ মাল জমিয়া উঠিবে, ... ওঠানামা করিবে।

৪। টেণ্ডার অবশ্যই কলিকাতার ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে ১৪ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।

৫। টেণ্ডার অবশ্যই "টি সি আই এল স্ক্র্যাপ ..." এবং উপরোক্ত টেণ্ডার নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। প্রতি মেট্রিক টন, এক ও আর গোলমাল ... অংশের জন্য হওয়া চাই।

৭। শ' ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক ... বিকাল ৪টায় খোলা হইবে।

৮। দি টিনপ্লেট কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড ... টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং শ' ওয়ালেস ... অগ্রাহ্য করার এবং যে কোন টেণ্ডার শ' ওয়ালেস ... সমগ্রতঃ অথবা অংশতঃ গ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত।

৯। বিভিন্ন দফা স্ক্র্যাপের মূল্য (যে ... নং ২(বি) ও ৫ ব্যতীত সকল দফার জন্য প্রতি ... হ্যাণ্ডলিং চার্জ আদায় দিতে হইবে। এইরূপ হ্যাণ্ডলিং ...

১০। উপরোক্ত ৩ প্যারাগ্রাফের শেষ ... আনুমানিক ২% ভিত্তিতে বয়না বাবদ টাকা ... প্রদেয় কোন ব্যাঙ্ক ড্রাফটে দিতে হইবে অথবা ... লিমিটেড-এর নিকট নগদে জমা দিতে হইবে। ... ইহার রসিদ নম্বর টেণ্ডারে উল্লেখ করিতে হইবে।

টেণ্ডার গৃহীত হইলে ক্রেতাকে, তাঁহার টেণ্ডার ... প্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর নিকট টেণ্ডার ...

১১। উপরে ৩নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্ক্র্যাপ ...

১২। সমস্ত বিক্রয় এক ও আর গোলমাল ... ৩০ দিনের মধ্যে এইভাবে ক্রয় করা ৩১ জানুয়ারী ... ডেলিভারী লইতে হইবে এবং ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১ ... বাকি মাল ডেলিভারী লইতে হইবে।

কলিকাতা—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ শ' ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

ইস্রায়েলের প্রতিক্রিয়া

মেডিকেল কলেজ হাউস-স্টাফদের কর্মবিরতি চলছে

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

২১-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খেলার (ড্র) ফলাফল: প্রথম পুরস্কার টিকিট নং A-291936; দ্বিতীয় পুরস্কার টিকিট নং B-209617

আধুনিক ও আরামদায়ক

সর্বোদয় গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

অন্যান্য চিত্রগৃহে

এখানে পিঞ্জর · জয়া নয়ারাস্তা · রূপম কলঙ্কিত নায়ক · বিনোদিনী দকবজ্জ · পূর্বাশা রুক্তা না করো · রাধাশ্রী গাইড · উজ্জলা SEAN CONNERY IN THUNDERBALL (Color & Scope) · জেম দো বদন · অশোকা নবরাগ · অলকা জনী মেরা নাম · নারায়ণী রুক্তা না করো · পার্বতী নবাগত · সুরশ্রী মরণের পরে · শ্যামশ্রী নবরাগ · রূপায়ন চাওয়া পাওয়া · শ্যামলী ওয়ারিশ · রমা নবরাগ

রবীন্দ্র সদনে — ব্যাপিকা বিদায়

খামোশী

বিশেষ ঘোষণা

মেরা নাম জোকার — লোটাস

DRUMS OF DESTINY — প্রাচী

শাওন ভাদোঁ — সোসাইটি · গ্লোব

জনী মেরা নাম

শঙ্করক্লীস

হর পার্বতী

FRANKENSTEIN With LAUREL & HARDY

নবরাগ

এখানে পিঞ্জর

বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম

টেস্টে ভারতীয়দের ডাবল সেনচুরি

নিউজিল্যানডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬
২৩১—ভি মাকড়—মাদরাজ
২২৩—ভি মাকড়—বোমবাই
২২৩—পি উমরিগড়—হায়দরাবাদ
২০০ অপরাজিত—ডি সারদেশাই—বোমবাই ১৯৬৫

ইংলনডের বিরুদ্ধে ১৯৬৩-৬৪
২০৩ অপরাজিত—পতাউদি—দিল্লি

ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১
২১২ ডি সারদেশাই—জামাইকা

সারদেশাইর ওভার বাউনডারী হয়নি

স্পিন বোলার ব্যারেটের বল দিলীপ সারদেশাই সোজা জোরে মারলে বল একেবারে গিয়ে প্রেস বক্সে পড়ে। সাংবাদিকরা ওভার বাউনডারী হয়েছে বলে ধরে নেন কিন্তু তারপরেই বোরডে দেখা যায় ৪ রান দেওয়া হয়েছে। পরে জানা গেল যে, বল যদি প্রেস বক্সের উপর দিয়ে পিছনে পড়ে তবেই ওভার বাউনডারী হয় এইটেই স্যাবিনা পারকের নিয়ম। সুতরাং সারদেশাই ৬ রান থেকে বঞ্চিত হয়ে ৪ রান পেয়েছেন। —রয়টার

দিলীপ সারদেশাই

এম সি সি ২৩ রাণে পরাজিত

ওয়েলিংটন, ২০ ফেবরুয়ারি—একদিনের ৪০ ওভারের খেলায় ওয়েলিংটন ২৩ রানে এম সি সি দলকে হারিয়েছে। —রয়টার

ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩৮৭

সারদেশাই-এর ২১২ জীবনের সেরা ব্যাটিং

বেদী সর্বাধিকারী

স্যাবিনা পারক, ২০ ফেবরুয়ারি—স্যাবিনা পারকে ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেসটের প্রথম দিনের খেলা বৃষ্টির জন্য সম্ভব না হলেও এবং ৭৫ রানের মধ্যে ভারতের ৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হলেও প্রথম ইনিংসে ভারতের ৩৮৭ রান প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য এ প্রশংসার অধিকাংশই একা সারদেশাই দাবী করতে পারেন তাঁর অনুপম ২১২ রানের ইনিংসের জন্য। এখন খেলার আরও দুদিন বাকী। ভারতের স্পিন বোলাররা যদি ওয়েসট ইনডিজের ব্যাটসম্যানদের বিপদের মুখে ফেলতে পারেন তাহলে খেলার ফলাফল ভারতের অনুকূলে যাওয়া কিছু অসম্ভব হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

অনেক রেকরড ভাঙ্গল

সারদেশাই-এর ২১২ তাঁর জীবনের সেরা ব্যাটিং। নিউজিল্যানডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ২০০ রানে অপরাজিত থেকে নিজের সর্বোচ্চ রানের রেকরড তিনি শুধু ভাঙ্গেননি, ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে সর্বপ্রথম দুশো রানের সীমানা তিনি অতিক্রম করেছেন। ১৯৬২ সালে পোরট অফ স্পেনে চতুর্থ টেসটে উমরিগর ১৭২ রানে অপরাজিত থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের রেকরডের অধিকারী ছিলেন।

এ ছাড়া ষষ্ঠ উইকেটে সারদেশাই-সোলকার জুটির ১৩৭ এবং নবম উইকেটে সারদেশাই-প্রসন্ন জুটির ১২২ দুটিই ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে নতুন রেকরড সৃষ্টি করেছে।

ওয়েসট ইনডিজের ক্রিকেট আমোদীরা আজ বুঝতে পেরেছেন যে তাদের আক্রমণের বেগ সামাল দেবার মত ক্ষমতা ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা রাখেন। সুতরাং আগামী টেসট পর্যায়ের খেলাগুলিতে ভারত ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে সমান তালে পাল্লা দেবার চেষ্টা করবে এ কথাও আজ তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

ভারত অবশিষ্ট টেসটগুলিতে প্রথম ইনিংসে যদি ৩০০ থেকে ৩৫০ রান করতে পারে তাহলে পরাজয়ের সম্ভাবনা কম থাকবে। প্রসন্ন, বেদী ও ভেঙ্কটরাঘবনের বাঁক নেওয়া স্পিন বলগুলি সোবারস, কানহাই ও লয়েড কিছুটা আস্থা নিয়ে খেলতে পারলেও অন্যান্য ওয়েসট ইনডিজের ব্যাটসম্যানেরা ভারতের এই আক্রমণকে সমীহ করতে বাধ্য হবেন।

স্কোর

ভারত—প্রথম ইনিংস

এস আবিদ আলি ক ক্যামাচো ব শিলিংফোরড	৬
কে জয়ন্তীলাল ক সোবারস ব শিলিংফোরড	৫
এ এল ওয়াড়েকর ক ফ্রেডারিকস ব হোলডার	৮
ডি এন সারদেশাই ক ফিনডলে ব হোলডার	২১২
এস এ দুরানী ব ব্যারেট	১৩
এম এল জয়সীমা ব হোলডার	৩
ই ডি সোলকার ব সোবারস	৬১
এস ভেঙ্কটরাঘবন ক ফিনডলে ব সোবারস	৪
পি কৃষ্ণমূর্তি ব নরিজা	১০
ই এ এস প্রসন্ন ব হোলডার	২৫
বি বেদী নট আউট	৫
অতিরিক্ত	৩৫
মোট	৩৮৭

উইকেট পতন:—১।১০, ২।১৩, ৩।৩৬, ৪।৬৬, ৫।৭৫, ৬।২১২, ৭।২২২, ৮।২৬০, ৯।৩৮২

বোলিং:—ভি হোলডার ২৭·৪-৯-৬০-৪; জি শিলিংফোরড ২৬-২-৭০-২; সোবারস ৩০-৮-৫৭-২; জে নরিজা ৩১-৭-৬৯-১; এ ব্যারেট ৩৫-৬-৮৬-১; জি লয়েড ৪-১-৭-০; এস ক্যারু ৫-২-৩-০।

ওয়েসট ইনডিজ—প্রথম ইনিংস

আর ফ্রেডারিকস নট আউট	১৯
এস ক্যামাচো নট আউট	১৭
মোট (বিনা উইকেটে)	৩৬

বোলিং:—সোলকার ২-০-৯-০; বি বেদী ৭-৫-৬-০; প্রসন্ন ৭-৪-৬-০; ভেঙ্কটরাঘবন ১-০-২-০; আবিদ আলি ২-০-১৩-০।

আগামী বুধবার, ১১ই ফাল্গুন (ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী) আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব শরৎচন্দ্র মিত্রের (আর মিত্র পারফিউমার) আদ্যশ্রাদ্ধ ৭৭নং বিবেকানন্দ রোডস্থ নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। অনুষ্ঠানে "ময়নাডালের" প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীগোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর ও সম্প্রদায় সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত "মাথুর পালা" পরিবেশন করিবেন। পিতৃদেবের গুণমুগ্ধ ও পরিচিত সকলে সবান্ধবে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের পিতৃদায় হইতে মুক্ত করিবেন।

সানুজ—ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র

৩-০ গোলে গ্রীয়ারের জয়

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগের চারটি খেলার মধ্যে একটিতে জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয় এবং বাকি তিনটি খেলাই গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থাকে।

গ্রীয়ার ৩—০ গোলে এরিয়ানকে হারিয়ে হকি লীগের ৭টি খেলার মধ্যে দুটিতে জয়লাভ করে, মাত্র পাঁচ পয়েনট সংগ্রহ করে।

উয়াড়ি বনাম পুলিশ, আরমেনিয়ানস বনাম খালসা ব্লুজ এবং এনটালি বনাম রাজস্থানের খেলায় কোন গোল হয়নি।

গ্রীয়ার—৩ এরিয়ান—০
(এস রোজারিও—২, এস দাস)

মোহনবাগান মাঠে সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগের খেলায় গ্রীয়ার ৩—০ গোলে অনায়াসে এরিয়ানকে পরাজিত করে। এরিয়ানকে অষ্টম খেলায় তৃতীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে গ্রীয়ারের ফরোয়ারড এস রোজারিও গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ৫ মিনিটে রোজারিও আরও একটি গোল করায় গ্রীয়ার দু গোলে এগিয়ে যায়। ১৯ মিনিটে গ্রীয়ার একটি পেনালটি পুস পায়। এম বিশ্বাস বল বাইরে মেরে একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ২১ মিনিটে লেফ্‌ট আউট এস দাস গোল করায় গ্রীয়ার শেষ অবধি তিন গোলে জয়লাভ করে।

সোমবার খেলা বন্ধ

সোমবার হরতালের জন্য ময়দানে কোন হকি বা ক্রিকেট খেলা হবে না। বাড়িষা ও ইউনাইটেড ক্লাবের ক্রিকেট খেলাটি মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় বিহার জয়ী

জামশেদপুর, ২১ ফেবরুয়ারি—কেনান স্টেডিয়মে রনজি ট্রফির খেলায় বিহার প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পানজাবকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় বিহারকে মহীশুরের সঙ্গে খেলতে হবে। খেলাটি প্রচন্ড উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়।

খেলাটির শেষ দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তীব্রতর হয়। বিহারের প্রথম ইনিংস ৯ উইকেটে ৪০৬ রানের উত্তরে পানজাব ৮ উইকেটে ৪০১ রান তোলার পর জয় যখন তাদের প্রায় হাতের মুঠোয় তখন খেলার মোড় হঠাৎ ঘুরে যায়। বিহারের স্পিনার আনন্দ শুক্লা দুটি এবং এস রায় একটি উইকেট দখল করে নেওয়ায় পানজাব ৪০৪ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। মাত্র ৩ রানের জন্য তারা এ খেলা নিজেদের দখলে আনতে পারল না।

বিহার প্রথম ইনিংস—৯ উইকেটে ৪০৬; **পানজাব প্রথম ইনিংস**—৪০৪ (এস অমরনাথ ৭৯, এম অমরনাথ ৭১, সুরিন্দর নাথ ৫৬; আনন্দ শুক্লা ৯৯ রানে ৩ উইঃ)।

আগা খাঁ হকি

বোমবাই, ২১ ফেবরুয়ারি—আজ আগা খাঁ হকি কাপের দ্বিতীয় রাউনডে শক্তিশালী বরডার সিকিউরিটি কোরস ও টাটা স্পোরটস ক্লাবের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। এর আগে দ্বিতীয় রাউনডের অপর দুটি খেলার মধ্যে একটি খেলায় বোমবাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইনডিয়ান নেভি ২—০ গোলে গোয়ালিয়রের ভি কি মপড ক্লাবকে পরাজিত করে। অপর খেলায় ভিলাই স্টিল প্ল্যানট ২—০ গোলে পরাজিত করে ঝাঁসির সেনট্রাল রেলওয়ে ইনসটিটিউটকে। ইনডিয়ান নেভি ও ভিলাই স্টিল প্ল্যানট কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

—পি টি আই

জুনিয়র নক আউট ক্রিকেট

রবিবার কালীঘাট মাঠে জুনিয়র নক আউট ক্রিকেট সেমি ফাইনালের শেষ দিনে সি সি বি ৬৪ রানে বারনপুরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। সি সি বি ফাইনালে বেলগাছিয়া ইউনাইটেড বিজয় স্পোরটস ক্লাবের বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে।

ভারত ও লীওয়ারড দ্বীপের খেলার তারিখ পরিবর্তন

ব্রিজটাউন, ২১ ফেবরুয়ারি—ওয়েসট ইনডিজ ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের সম্পাদক মিঃ পিটার সরট্ ঘোষণা করেছেন যে, ভারত ও লীওয়ারড দ্বীপের খেলার সময় ও দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। খেলা হবার কথা ছিল ২৫, ২৬ ও ২৭ ফেবরুয়ারি। খেলা আগে আরম্ভ হবে ও শেষও হবে আগে, যাতে ভারতীয় দল তিনিদাদ যেতে পারে। টেসট ম্যাচের আগে যাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বারবাডোজের টেসট আমপায়ার ডারনলে গ্রিফিথকে দেখতে পান সেইজন্যে তিনি লীওয়ারড ম্যাচের সময় উপস্থিত থাকবেন। —রয়টার

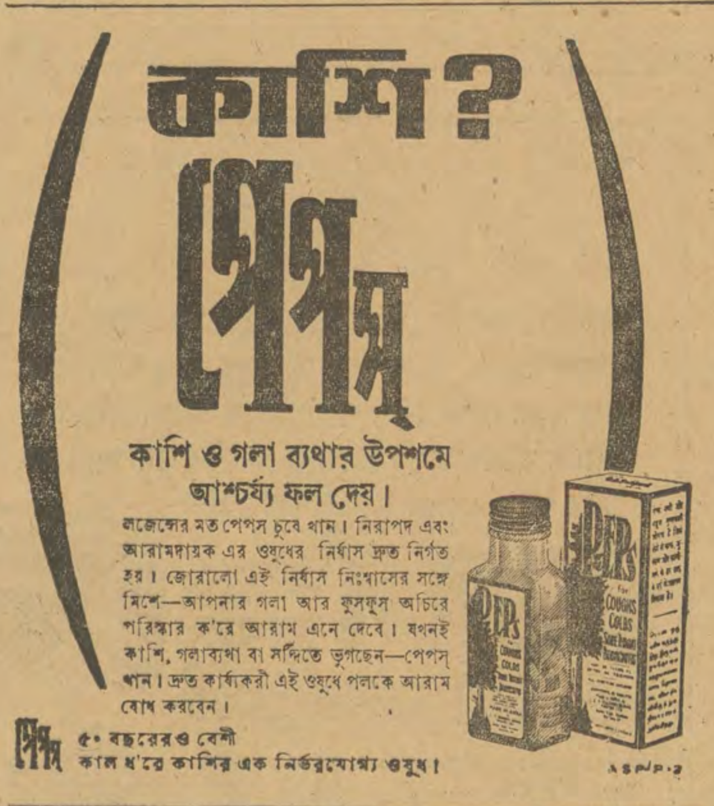

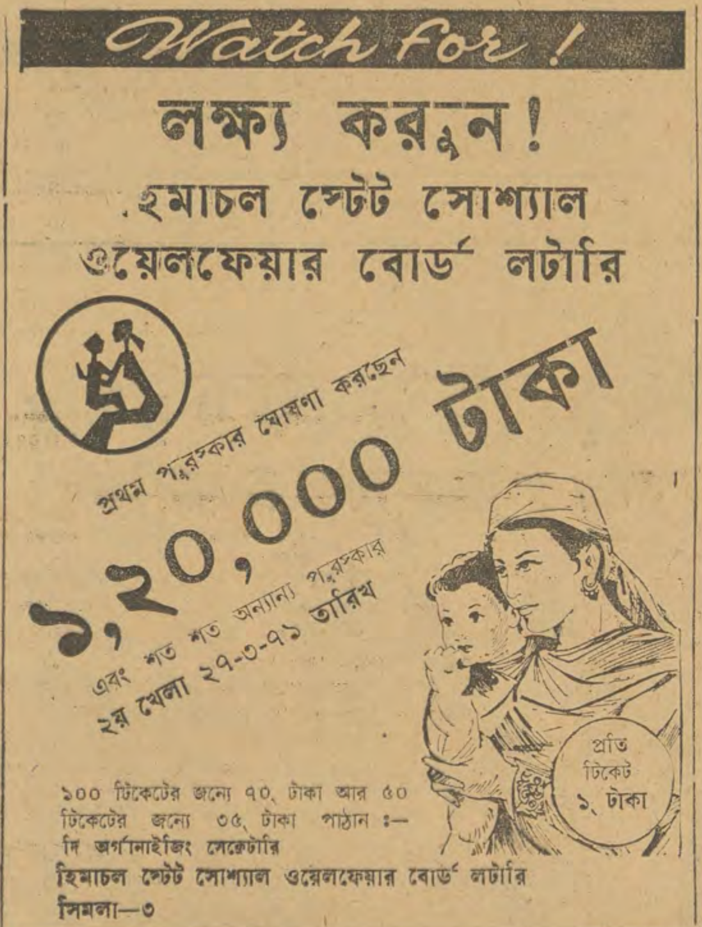

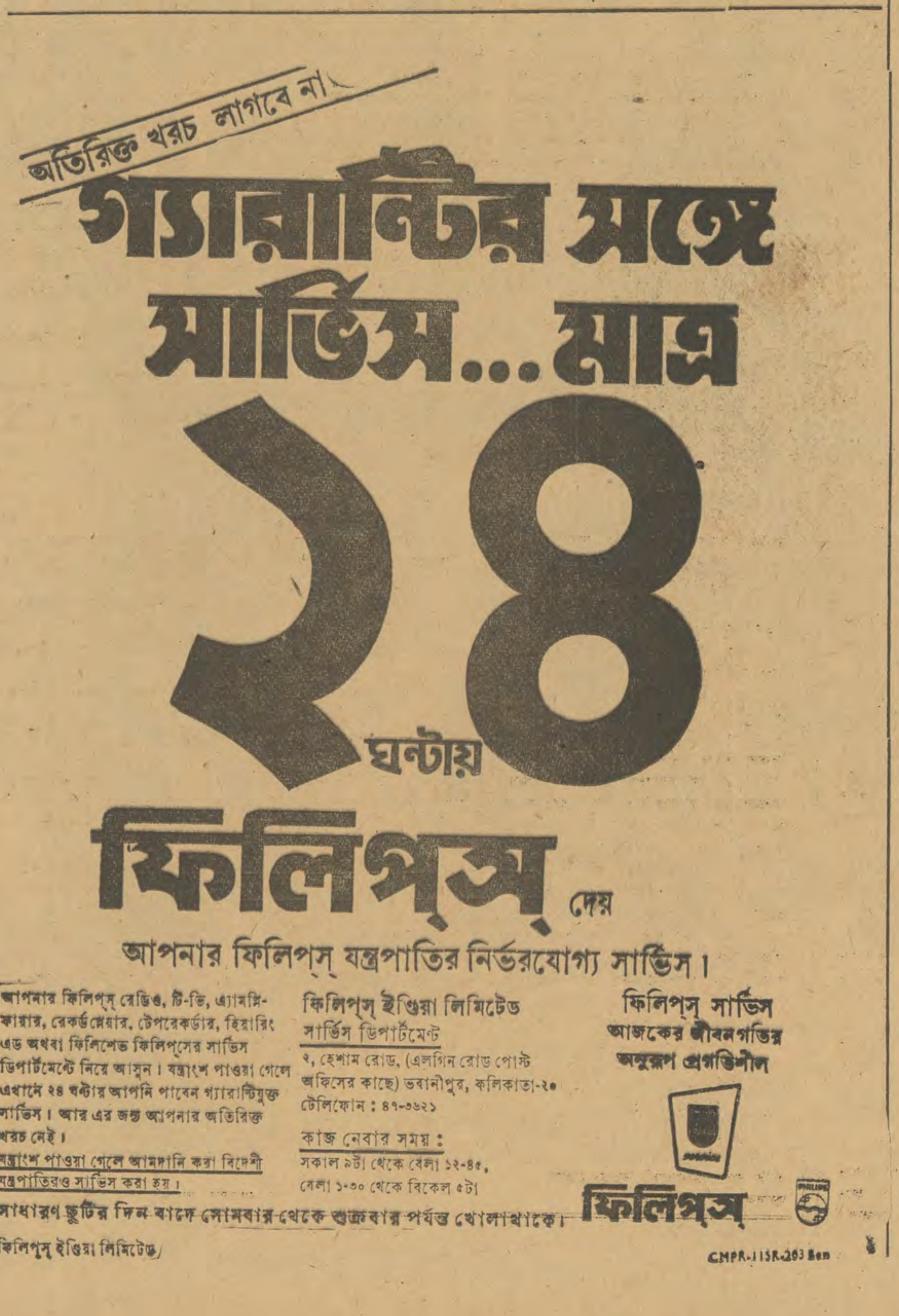

POPULAR (P.T.I.P. Ltd.) STRAINER
সর্বত্র সুপ্রশংসিত
পাইওনিয়ার
টিউবওয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃলিঃ
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাচাই করা
স্ট্রেপ্সিল্‌স্

গলাব্যথায় আর কাশিতে
স্ট্রেপ্সিল্‌স-এর বিশেষ দুটি অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান, গলাব্যথা আর কাশির জীবাণু চট্ করে মেরে ফেলতে পারে—এ একেবারে প্রমাণিত! আস্থা রাখুন,—স্ট্রেপসিল্‌স আপনাকে গলভিত্তি আরাম দেবে—সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!
স্ট্রেপ্সিল্‌স-এর আরাম-মানে চট্ করে নিশ্চিত আরাম!
CMBS-23-152 BEN

কী করে কলকাতা হলো (৮)

বৌবাজারের কাছে বৈঠকখানার গায়ে তখন ছিল একটা বিরাট বটগাছ। গল্প আছে, চারনক সাহেব নাকি ঐ গাছেরই ছায়ায় বসে তামাক খেতেন গড়-গড়ায়। আর হাটের ব্যাপারীদের সঙ্গে চালাতেন বেচাকেনার রকমসুর। চারনকের বৌ পাটনার মেয়ে। তাকে তিনি সতী-দাহের হাত থেকে বাঁচিয়ে বিয়ে করে-ছিলেন খৃশ্চানী বানিয়ে। বহুদিন ভারত-বর্ষে থেকে আর জীবনের শেষ তিনটে বছর বাংলাদেশের কলকাতায় কাটিয়ে চারনক মানুষটার গায়ে ফুটেছিল বেশ একটা দিশী-দিশী ভাব। মরার সময়কার উইলখানাও ভারী মজার ছিল তাঁর। তাতে বাড়ির সরকার মশাই, দুই অনুগত চাকর—ঘনশ্যাম ও দুর্লভ, আর চন্দ্রশেখর নামে একজন ডাক্তারের নাম লেখা। উইলে তাদের জন্যে পুরস্কার।

চারনক মারা গেলেন ১৬৯৩-এর জানুয়ারির গোড়ায়। তারপর গোল্ডস্‌বরা।

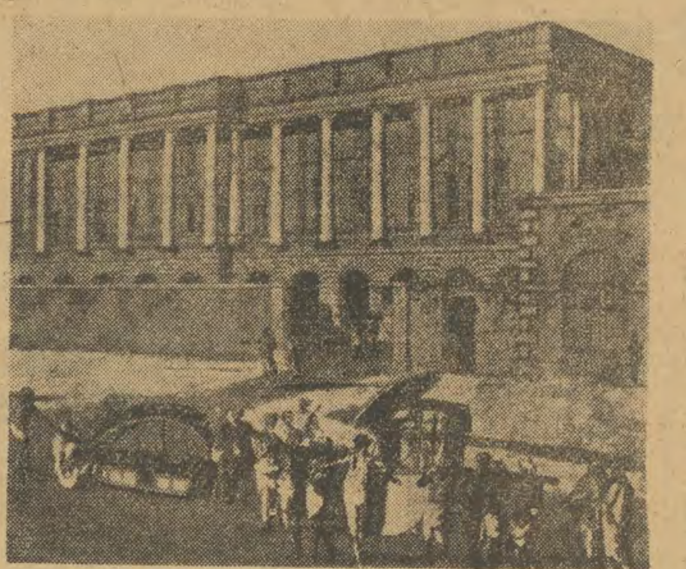
কলকাতার পথে চাঁদপাল ঘাটে নবাগত ইংরেজ

তখন চারনকের জামাই কলকাতার ইংরেজ-কুঠির সর্দার। বসে বসে তিনি ফর্দ বানাচ্ছেন কী কী চাই। প্রথমে চাই বাদশার কাছ থেকে এই জায়গাটার পুরোপুরি দখল পাওয়ার টাইটেল। চাই পাকা বাড়ি অনেকগুলো। আর সেই সঙ্গে যদি একটা কেল্লা বানাতে পারা যায় তো, কেল্লাফতে।

ঠিক এই সময়েই বর্ধমানে হৈহৈ কাণ্ড। কী ব্যাপার! না, শোভা সিংহ নামে একজন তালুকদার বিদ্রোহী হয়ে চারদিক লুঠপাট করছে। তাই নাকি? অমনি ইংরেজরা নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে ছুটলো আর্জি নিয়ে। আমাদের যদি বাঁচতে হয়, তাহলে এখুনি দুর্গ গড়ার অনুমতি দিন। নবাব বললেন, ঠিক আছে। যে যেমন করে পার নিজেদের বাঁচাও। নবাবের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ইংরেজরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুর্গ বানাতে॥

সমুদ্রগুপ্ত

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, ইস্কুলের, এমনকি কলেজের গোড়ার দিকেও ছেলেমেয়েদের শেকসপীয়র পড়ানো উচিত নয়। কারণ শেকসপীয়রের ভাষা প্রাচীন দিনের। সে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক ইডিয়ম আজকের দিনের ইংরিজিতে আর ব্যবহার করা হয় না। ছেলেমেয়েরা সেটা না বুঝতে পেরে সেগুলো আপন লেখাতে লাগিয়ে দিয়ে একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরী করে বসে। উচিত: প্রথম আধুনিক ইংরিজিটা শিখে নেওয়া এবং তার পর শেকসপীয়র

উচ্ছে ভাজা সন্দেশ

সৈয়দ মুজতবা আলী

ইত্যাদি ক্লাসিকস্ পড়া। নিজের থেকেই ছেলেমেয়েরা অনুভব করবে কোন্‌টা প্রাচীন দিনের শব্দ; এখন আর চলে না।

আমার মনে হয় বাঙলার বেলায়ও এখন সেই অবস্থা। ধরে নিলুম, তোমার বয়স বারো চোদ্দো। তুমি যদি বিস্তর বঙ্কিম পড়ো তবে বাঙলা লেখার সময় তুমি এমন ভাষা শিখবে যেটা আজকের দিনে পণ্ডিতী পণ্ডিতী, গুরুগম্ভীর মনে হবে। তাই আমার মনে হয়, এই বয়সে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের লেখা বার বার পড়ে সেটা আরম্ভ করে নেওয়া। আরম্ভ করার অর্থ এ নয় যে তখন তুমি তাঁর মতো লিখতে পারছো। তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই ছিল না। আমরা সবাই গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতুম। তার অর্থ, তুমি মোটামুটি জেনে গেছ, কি কি শব্দ কোন্ কোন্ ইডিয়ম ব্যবহার করলে কেউ বলতে পারবে না এগুলো প্রাচীন দিনের, এখন আর চলে না। এটা হয়ে যাওয়ার পর পড়বে রবীন্দ্র-নাথের যৌবনকালের লেখা। বিশেষ করে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য'। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি: 'একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হ'ত, তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' কঠিন বাঙলা। কিন্তু কী সুন্দর! কী মধুর!!

তারপর বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর। কালীপ্রসন্নের মহাভারত। এবং সর্বশেষে 'আলালের ঘরে দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। তারও পরে যদি নিতান্ত কোনো-কিছু না থাকে, বৃষ্টির দিন, বাড়ির থেকে বেরনো যাচ্ছে না, তবে পড়বে—বড় অনিচ্ছায় বলছি—সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু তিন সত্য দিয়ে বলছি, পয়সা খরচ করে না। ধার করে।

এ গল্পটা তো জানো? মার্কিন লেখক মারক টুয়েনের আপন লাইব্রেরিখানা নাকি সত্যিই দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপী-কৃত হয়ে পড়ে থাকতো—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মারক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গুটাকয়েক শেল্‌ফ যোগাড় করছো না কেন?'

মারক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে-কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্‌ফ তো আর সে-কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে? শেলফ্ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

উপদেশ দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। সেটা তেতো। উচ্ছে ভাজা। কিন্তু সন্দেশ দিয়ে শেষ করলুম তো!

পুনর্মুদ্রণ

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদ ভাবিলেন,—'এই-বার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টি কাটা যায়! এখন আমি-শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা! এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ! দিব্য চাঁদটি, কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই!' তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কাজ নাই বাপু! আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ! মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।'

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন: 'বাঃ! চাঁদটি বা মরিয়া গেল? মূল শিকড়টি কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণ ত্যাগ হইল? আহা কেমন সুন্দর চাঁদটি ছিল! কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত! সে সকল আর আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমায় কত গালি দিবে।'

কঙ্কাবতী: ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতা পড়া

অজিত দত্ত

কবিতা পড়া কি সহজ কর্ম?
অর্থ খুঁজতে গলদঘর্ম।
ভাবগুলি যেন ধোঁয়াটে কুয়াশা,
মানে বোঝবার নেই কিছু আশা।
এর চেয়ে সোজা বৃক্ষারোহণ,
এর চেয়ে ভালো গব্যদোহন।
তবু পৃথিবীতে এ কি অবিচার,
মানে না বোঝালে
ছাড়ে না টীচার।

এ সপ্তাহে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মদিন ছিলো ২০ ফেব্রুয়ারি। এ বছর তাঁর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হবে ২৭শে। ২৬শে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শহীদ মারাঠী ব্রাহ্মণ বীর সাভারকরের মৃত্যুদিন। বিখ্যাত নট, নাট্য-কার এবং নাট্যসংগঠক গিরিশ ঘোষের জন্মদিন ২৮শে, ১৮৪৪ সাল।

এ তো বড় রঙ্গ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এ তো বড় রঙ্গ যাদু,
এ তো বড় রঙ্গ
কোন্ দলে ভোট দোবো
কার নোবো সঙ্গ?

কাস্তে আছে হাতুড়ি আছে
আছে ধানের শিষ,
চরকা আছে, মা গাই-বাছুর
মাও-এর ফিসফিস।

একটা দল নাইরে
ভালোবাসার দলটা যাদু
কোথায় গেলে পাইরে?

তারকনাথের দাড়ি

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

'এই বয়সে হাফ-টিকিট,
মতিচ্ছন্ন নাকি?
বাহাত্তরে পৌঁছে যেতে
বোধ হয় দুদিন বাকি!'—
টিকিটবাবু বলেন রেগে
যাত্রীবাবুটিকে:
'গোঁফ-দাড়ি যে লতিয়ে ক্রমে
নামছে মাটির দিকে...।'
যাত্রী বলেন, 'আপনি মশাই
অধার্মিকের ধাড়ি,
এসব কি আর আমার,
এতো তারকনাথের দাড়ি!'

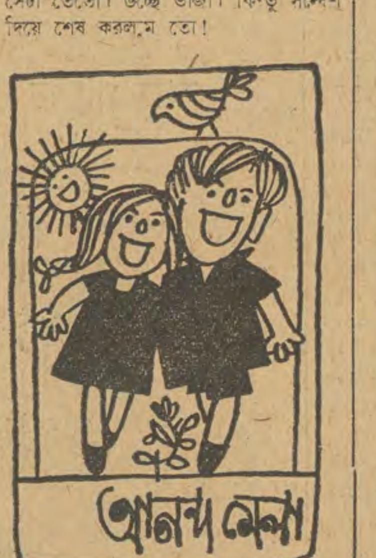

পরিচালক: মৌমাছি

কেন্দ্রের খবর

আগামী এপ্রিলে কেন্দ্রের উদ্যোগে মণিমেলার সভ্যসভ্যাদের জন্যে একটি খেলাধুলোর অনুষ্ঠান আয়োজনের পরি-কল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠান-সূচী অনুসারে যাতে এখন থেকে প্রতিটি মণিমেলায় কাজ শুরু করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টেয় কেন্দ্র কার্যালয়ে একটি মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি মণিমেলা থেকে কমপক্ষে দু জন করে কর্মীকে ঐ দিনের মহড়ায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।—কেন্দ্রমণি

হাতে খড়ি

কৌশিকরঞ্জন মুখার্জী
(বয়স ৫)
... টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-২৬

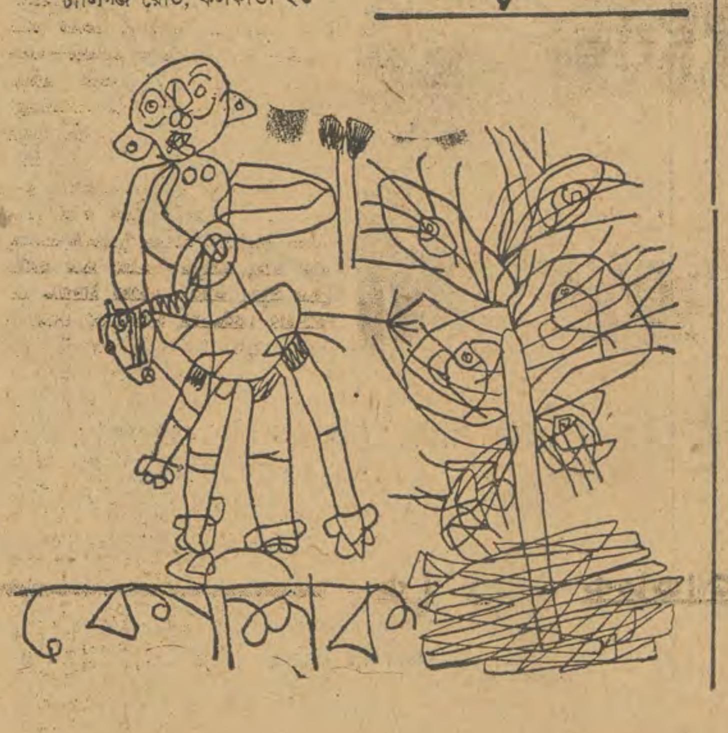

সাধারণ সাবান দিয়ে
আপনার চুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য
নষ্ট করবেন না

স্বস্তিক
শিকাকাই
শ্যাম্পু সাবান
ব্যবহার করুন
রেশম কোমল চুলে,
প্রকৃতির পরিচর্যা...
স্বস্তিক অয়েল মিলস্, বোম্বাই

Shilpi HPMA-46/70 Ben

বাজারের সেরা
তারা ★ মার্কা পাট বীজ
(রেজিঃ ট্রেডমার্ক নং ২৪৯৮০০)
ফোন: ২৩-০৬০৩, ২৩-০৬০৪
বি, কে, রায় (প্রা) লিঃ
৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অটোগ্রাফ খাতা

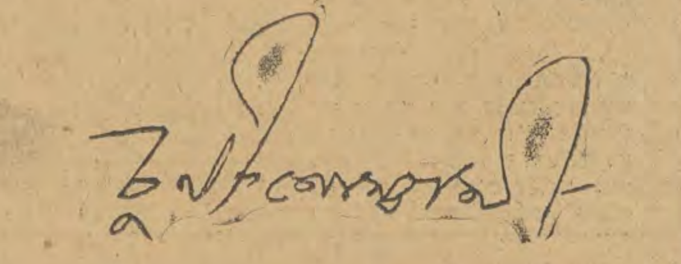

কেটে নাও

আপনার মেয়ের বিয়ে হোক ভালো বরে ভালো ঘরে। মেয়ে জামাই সুখে থাকুক। নতুন সংসারের নানা জিনিসপত্র তো গুছিয়ে দিচ্ছেন... তাদের জীবন যাতে চিরদিন হাসি-গানে-আনন্দে ভ'রে থাকে সেজন্য নিশ্চয় দিচ্ছেন—
রজার্স থেকে নতুন সুন্দর মডেলের

বিশ্বের সেরা মানে তৈরী ফিলিপস্ রেডিও

তাছাড়া পাবেন: রেডিওগ্রাম (ফিলিপ্‌স রেডিও ও গ্যারার্ড চেঞ্জার ফিট্ করা), ★ রেকর্ড প্লেয়ার ★ চেঞ্জার স্টিরিওগ্রাম ★ সব রকমের রেকর্ড (শুধু থিয়েটার রোডে)। ★ 'এভারেডি' ট্রানজিস্টর ব্যাটারী ইত্যাদি।

WORLD CLASS — SEAL OF SOUND SUPREMACY
PHILIPS
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শো-রুম
জি রজার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী
১২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১ ২৩-৫৪৮৩
৫১, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৭ ৪৪-০৭৭৯
Progressive/GR-4/70

ফিন্‌লের কাপড়ে ফুটিয়ে
তোলে ঐ স্বাভাবিক তনুসৌষ্ঠব!

চাঞ্চল্যকর রুবিয়া আর রকমারি সূক্ষ্ম সৌখিন কাপড়—
ফিন্‌লে এনেছে আপনারই জন্যে। রঙের ওপর রঙের খেলা—
থাকে চির-উজ্জ্বল হয়ে।
ফিন্‌লের অর্গাণ্ডি। অতিসূক্ষ্ম মিহি কাপড় আর এর চিরস্থায়ী ফিনিশ,—স্পর্শ করে দেখুন, আনন্দ পাবেন! চমৎকার রাতরানী আর রাজদুলারী ভয়েল। এছাড়া ব্লীচ-করা গোল্ডেন ব্রোচ মলমল্ তো আছেই!
মনের মত কাপড় কিনতে হলে— ফিন্‌লে
ASP/JF-120

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার